ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-219 ■ 11 May, 2026 ■ আগরতলা ১১ মে, ২০২৬ ইং ■ ২৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিম এশিয়ার তেল সংকটের মাঝে মোদির বার্তা

পেট্রোল, গ্যাস, ডিজেল খুব সংযতভাবে ব্যবহার করুন

নয়াদিল্লি, ১০ মে ।। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান অস্থিরতা ও তেল সংকটের আবহে দেশবাসীর উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার হায়দরাবাদে প্রায় ৯,৪০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানির ব্যবহার সংযত করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের সময়ে পেট্রোল, গ্যাস, ডিজেলের মতো জিনিস অত্যন্ত সংযতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। আমদানি করা পেট্রো পণ্য শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। এতে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে, তেমনই যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবও কমবে।

তিনি উল্লেখ করেন, ভারত মূলত জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরশীল। তাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব সরাসরি দেশের অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহে পড়ে।

বর্তমানে আমেরিকা-ইরান সংঘাতের জেরে পশ্চিম এশিয়ায় তেল সরবরাহে বড়সড় চাপ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ রুট 'স্ট্রেইট অব হরমুজ'-এ অবরোধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলেই ভারতে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সৌরশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ হিসেবে উঠে এসেছে। নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ টিভিকে প্রধানের

দ্রাবিড়ভূমে বিজয় যুগের সূচনা

চেন্নাই, ১০ মে ।। টানা চার দিনের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তামিলনাড়ুতে নতুন সরকার গঠনের পথ স্পষ্ট হল। রবিবার তামিলাগা ভেত্রি কাজগম (টিভিকে) প্রধান সি জোসেফ বিজয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজ্যে এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা হল।

১৯৬৭ সালের পর এই প্রথম তামিলনাড়ু এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী পেল, যিনি ডিএমকে বা এআইএডিএমকে এই দুই প্রধান দ্রাবিড় রাজনৈতিক শিবিরের কোনওটির সঙ্গেই যুক্ত নন।

চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, বিজয়ের বাবা-মা এস এ চন্দ্রশেখর ও শোভা চন্দ্রশেখর। এছাড়াও তামিল চলচ্চিত্র জগতের একাধিক তারকা, তাঁদের মধ্যে অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণনও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বিজয়ের শপথ গ্রহণের সময় সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে গোটা স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে ওঠে।

বর্তমানে বিজয়ের নেতৃত্বাধীন টিভিকে-র পাশে রয়েছেন মোট ১২০ জন বিধায়ক, যা সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমারেখার চেয়ে বেশি।

শনিবার বিদুথালাই চিরুথাইগাল কাচ্চি (ভিসিকে) এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল) নিঃশর্ত সমর্থনের ঘোষণা করে। এই দুই দলের রয়েছে দু'জন করে বিধায়ক।

এর আগেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পাঁচ, সিপিআইয়ের দুই এবং সিপিআই(এম)-এর দুই বিধায়কের সমর্থনে টিভিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণ্ডি পেরিয়ে যায়। যদিও ভিসিকে, আইইউএমএল, সিপিআই এবং সিপিআই(এম) টিভিকে সরকারকে সমর্থন করেছে, তবে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জোটে যোগ দেয়নি।

রাজ্যপালের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৩ মে-এর মধ্যে বিধানসভায় আস্থা ভোট সম্পন্ন করতে হবে। সেটাই হবে বিজয় সরকারের সামনে পরবর্তী বড় পরীক্ষা।

কোন গ্রামই বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত থাকবে না ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। ত্রিপুরার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে সৌর মাইক্রোগ্রিড প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর ও ট্রেডা। যেখানে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সৌরশক্তিনির্ভর মাইক্রোগ্রিডের মাধ্যমে মানুষের ঘরে আলো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

রবিবার তেলিয়ামুড়া এলাকার অন্তর্গত খাবাকসা কামি গ্রামে সৌর মাইক্রোগ্রিড প্রকল্প এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সৌর বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী জানান, ওই গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মোট ৪২টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ সমস্যায় ভুগছিল। দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেখানে প্রচলিত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ডিভাইন প্রকল্পের আওতায় সৌর মাইক্রোগ্রিড ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে, পাশাপাশি স্ট্রিট লাইটও স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন আর ওই এলাকার মানুষের বিদ্যুৎ সমস্যা নেই। প্রতিটি পরিবারকে তিনটি করে লাইট এবং মোবাইল চার্জিংয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শুধু খাবাকসা কামি গ্রামই নয়, ট্রেডার মাধ্যমে রাজ্যের আরও ৩৪৭টি এলাকায় সৌর মাইক্রোগ্রিডের সাহায্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র খাবাকসা কামি গ্রামের ৪২টি পরিবার নয়, সমগ্র ত্রিপুরায় মোট ১১,৯৩৩টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। যেখানে বিদ্যুতের খুঁটি বসানো বা বৈদ্যুতিক তার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে আমরা মাইক্রোগ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দিচ্ছি। পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য সৌরশক্তিচালিত কমিউনিটি ড্রিংকিং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু দশম শ্রেণির ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। রাজধানীর নন্দননগর সেনপাড়া এলাকায় পুকুরে স্নান করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক দশম শ্রেণির ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম হিরন দেবনাথ (১৬)। তার বাড়ি জিবি জ্যোতিময় কলোনি এলাকায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, রবিবার দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে বাড়ি থেকে বের হয় হিরন। পরিবারের সদস্যদের সে জানিয়ে গিয়েছিল যে বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছে। পরে নন্দননগর সেনপাড়া এলাকার একটি পুকুরে স্নান করার সময় আচমকাই জলে তলিয়ে যায় সে।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা এবং দমকল কর্মীরা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালান। অবশেষে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০ মে দেশজুড়ে ওষুধ ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট, রাজ্যেও প্রভাব পড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। আগামী ২০ মে দেশজুড়ে ধর্মঘটে শামিল হতে চলেছেন ওষুধ ব্যবসায়ীরা। অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস -এর ডাকে এই ধর্মঘট পালিত হবে। এর প্রভাব পড়তে চলেছে ত্রিপুরাতেও। অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিন হাজার ওষুধের দোকান ওইদিন বন্ধ থাকবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনলাইন ফার্মেসির অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম, কর্পোরেট সংস্থাগুলির অতিরিক্ত ছাড় বা 'ডিপ ডিসকাউন্ট' নীতির প্রতিবাদেই এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিয়ম না মেনে ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সাধারণ ওষুধ ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন। পাশাপাশি এতে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে বলে দাবি তাদের।

অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা জানান, এই ধর্মঘটে রাজ্যের অধিকাংশ খুচরো ও পাইকারি ওষুধ ব্যবসায়ী সমর্থন জানিয়েছেন। ফলে ২০ মে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের ওষুধ সংগ্রহে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংগঠনের দাবি, ওষুধ কোনও সাধারণ পণ্য নয়, এটি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তাই অনলাইন ফার্মেসির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং ছোট ও মাঝারি ওষুধ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্র সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

আগরতলা বিমানবন্দরে অটো চালকদের দাদাগিড়িতে অতিষ্ঠ যাত্রী ও কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট-এ একাংশ অটোচালকের বিরুদ্ধে দাদাগিরি, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি বিমানবন্দরের কর্মীরাও চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, সন্ধ্যার পর কয়েকজন অটোচালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিমানবন্দর চত্বরে যাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। সরকারি নির্ধারিত ভাড়া উপেক্ষা করে অতিরিক্ত টাকা দাবি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। কেউ প্রতিবাদ করলে বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বুক করা গাড়ি ব্যবহার করতে চাইলে তাদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন ভুক্তভোগীরা। সূত্রের খবর, অনলাইন বুকিং করা গাড়িতে যাত্রীদের উঠতে বাধা দেওয়া, গালিগালাজ করা এবং কখনও কখনও শারীরিক হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। বিমানবন্দরের কিছু কর্মীও এই ধরনের আচরণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ।

এই পরিস্থিতিতে আগরতলা এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ এবং ত্রিপুরার পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন যাত্রী ও স্থানীয়রা। উল্লেখ্য, অতীতে বিমানবন্দরে যাত্রী পরিষেবা উন্নত করতে প্রিপেইড অটো পরিষেবা চালু করা হয়েছিল এবং বেআইনি দাদাগিরির বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। তবে অভিযোগ, বাস্তবে পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি।

যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাজ্যের পর্যটন ভাবমূর্তি বজায় রাখতে অভিযুক্ত অটোচালকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ মে ।। দ্রুত ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বিশালগড় মহকুমার এক পঞ্চায়েত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত রামানন্দ নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক মানুষ প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন।

অভিযোগ, বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তর ব্রজপুর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা রামানন্দ বিভিন্ন সময় নিজেকে কখনও ব্যাঙ্ক কর্মী, কখনও সরকারি দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত বলে দাবি করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতেন। দ্রুত লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বহু মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশালগড়, চড়িলাম, বিশ্রামগঞ্জ, বক্সনগর, গোলাঘাটি, কমলাসাগর ও আমতলী-সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির পর ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন ঘিরে চলছে বিভাজনের রাজনীতি ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। টিটিএএডিসি নির্বাচন এবং ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন ঘিরে রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে জাতিগত মেরুকরণ ও অশান্ত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের প্রদেশ সভাপতি শাসক জোটের দুই প্রধান শরিক দীর্ঘদিন ধরেই "নকল যুদ্ধের নাটক" চালিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের সময় থেকেই ত্রিপুরায় টিটিএএডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাহাড় ও সমতলে উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা শুরু হয়। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আর্থিকভাবে দুর্বল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। এমনকি শাসকদলের স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরাও এই সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, সরকার অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে শুধুমাত্র কাগজে-কলমে ও প্রচারের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, এসব ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারই অংশ। ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য করেই এই মেরুকরণের রাজনীতি চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে দলটি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে উচ্চমাধ্যমিকে সোয়েতার অভাবনীয় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১০ মে ।। কাঁঠালিয়ার ছোট্ট এক ঘরে আজও লড়াইয়ের আলো জ্বলে। অভাব, অসুস্থতা আর অনিশ্চয়তার মাঝেও সেই আলো নিভতে দেননি সোয়েতা সরকার। চোখে ছিল স্বপ্ন, বুকভরা সাহস, আর ছিল পরিবারের অসীম ত্যাগ। সেই সংগ্রামের ফলস্বরূপ এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯১.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে কাঁঠালিয়ার মুখ উজ্জ্বল করলেন এই মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু এই সাফল্যের পিছনের গল্পটা শুধুই নম্বরের নয়, এটি এক অসহায় পরিবারের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের গল্প। পরীক্ষার মাত্র দু'দিন আগে আচমকাই স্ট্রোকে আক্রান্ত হন সোয়েতার বাবা খোকন সরকার। একসময় যিনি অঙ্কন শিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, আজ তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে ঠিকমতো হাঁটতেও পারেন না। পরিবারের সেই কঠিন মুহূর্তে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল সোয়েতা। চারদিকে কান্না, অনিশ্চয়তা, বাবার শয্যাশায়ী জীবনসব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১১ মে, ২০২৬ ইং
২৭ বৈশাখ, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

নিরাপদ আশ্রয় মায়ের আঁচল

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার, মাতৃ দিবস। মা শব্দটা ছোট হইতে পারে, কিন্তু এর গভীরতা আটলান্টিক মহাসাগরের চেয়েও বেশি। একজন মানুষের জীবনে মায়ের অবদানকে কেবল একটি দিনে সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব, তবুও আজকের দিনটি আমাদের সেই "অসাধারণ" মানুষটিকে আলাদাভাবে "ধন্যবাদ" জানানোর একটি সুযোগ করিয়া দেয়।পৃথিবীতে সব সম্পর্কের পেছনে কোনো না কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকে, কিন্তু মায়ের ভালোবাসা সম্পূর্ণ শর্তহীন। সন্তানের সাফল্য হোক বা ব্যর্থতা, মায়ের আশ্রয় সবসময় অবারিত। মাতৃ দিবসের মূল চেতনা হইলো এই নিঃস্বার্থ ত্যাগকে সম্মান জানানো।মায়েরা কেবল কোমল নন, প্রয়োজনে তাহারা পাথরের মতো শক্ত। সংসার সামলানো থেকে শুরু করিয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়াপ্রতিটি ধাপে মায়েরা যে ধৈর্য এবং মানসিক শক্তির পরিচয় দেন, তাহা অতুলনীয়। আধুনিক যুগে মায়েরা একই সাথে ঘর এবং বাইরের জগত (কর্মক্ষেত্র) সমান দক্ষতায় সামলাইতেছেন , যাহা নারীশক্তির এক অনন্য উদাহরণ।একটি শিশুর জীবনে মা-ই হইলেন প্রথম আদর্শ ও শিক্ষক। আমরা কথা বলিতে শেখা থেকে শুরু করিয়া মূল্যবোধের পাঠ নেওয়াসবই মায়ের কাছ থেকে পাই। মায়ের শেখানো নৈতিকতা এবং জীবনবোধই আমাদের বড় হইয়া একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়িয়া তোলে।অনেকে মনে করেন, মাকে ভালোবাসার জন্য নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন নাই। কথাটি সত্য, তবে এই বিশেষ দিনটির কিছু আলাদা তাৎপর্য রহিয়াছে। ব্যস্ত জীবনে আমরা অনেক সময় মাকে বলিতে ভুলিয়া যাই যে আমরা তাহাকে কতটা ভালোবাসি। এই দিনটি সেই না বলা কথাগুলো বলিবার একটি উপলক্ষ।প্রতিদিন মা আমাদের জন্য রান্না করেন, যত্ন নেন। আজকের দিনে তাহাকে ঘরের কাজ থেকে ছুটি দিয়া একটু বিশেষ যত্ন নেওয়া বা তাহার পছন্দের কিছু করাটা তাহার জন্য বড় উপহার।যাহাদের মা পাশে নাই, তাহাদের জন্য এই দিনটি মায়ের শেখানো আদর্শকে নতুন করিয়া ধারণ করিবার এবং তাহাকে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করিবার দিন।নিরাপদ ছাদ, এক বুক সাহস আর এক পৃথিবী মমতা।

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মানেই বিশ্বজুড়িয়া মাতৃত্বকে কুর্নিশ জানানোর দিন। আজ মাদার্স ডে বা মাতৃদিবস। পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় আজ মায়েরা অভিনন্দিত হইতেছেন। কিন্তু কেন এই বিশেষ দিনটির উদযাপন? কীভাবে শুরু হইয়াছিল এই ঐতিহ্যের পথচলা? আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা ফিরিয়া দেখিব মাতৃদিবসের শিকড় ও এর রোমাঞ্চকর ইতিহাস।মা' শব্দটি ছোট হইলেও এর ব্যাপ্তি অসীম। প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে যখন আমরা মা-কে শুভেচ্ছা জানাই, তখন তাহার পেছনে লুকাইয়া থাকে এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো এক সংগ্রামের ইতিহাস। আধুনিক মাতৃদিবসের প্রবর্তক হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যানা জার্ভিস। তবে এই দিবসের বীজ বপন হইয়াছিল আরও আগে।মাতৃদিবসের ধারণাটি আধুনিক মনে

হইলেও এর শিকড় প্রাচীন গ্রিস ও রোমে পাওয়া যায়। গ্রিকরা দেবতাদের মা "রিয়া"-র পূজা করিত। আবার প্রাচীন রোমানরা "সাইবেলে" নামক মাতৃদেবীর আরাধনা করিত। ১৬শ শতাব্দীতে যুক্তরাজ্যে "মাদারিং সানডে" পালিত হইতো, যেখানে প্রথা ছিল যে সন্তানরা তাহাদের জন্মস্থানে গিয়া মায়ের সাথে সময় কাটাইবে এবং গির্জায় প্রার্থনা করিবে।অ্যানা জার্ভিস ও আধুনিক মাতৃদিবস

আধুনিক মাতৃদিবসের প্রকৃত প্রবর্তক অ্যানা জার্ভিস। তাঁহার মা, অ্যান মারিয়া রিভস জার্ভিস ছিলেন একজন সমাজকর্মী। তিনি গৃহযুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের সেবার জন্য "মাদার্স ডে ওয়ার্ক ক্লাব" তৈরি করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে মায়ের মৃত্যুর পর অ্যানা জার্ভিস সংকল্প করেন যে, জীবিত বা মৃত সকল মায়েদের সম্মান জানাইতে একটি নির্দিষ্ট দিন থাকা উচিত।১৯০৮ সালে অ্যানা প্রথম পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রাফটনের একটি গির্জায় তাঁহার মায়ের স্মৃতিতে একটি স্মরণসভা আয়োজন করেন। সেই সভায় তিনি মায়েদের প্রিয় সাদা কার্নেশন ফুল বিতরণ করিয়াছিলেন। এরপর থেকে তিনি মাতৃদিবসকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ১৯১৪ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে সরকারিভাবে 'মাতৃদিবস' হিসাবে ঘোষণা করেন।বাণিজ্যিকীকরণ ও অ্যানার প্রতিবাদ

মজার বিষয় হইলো, অ্যানা জার্ভিস চাহিয়াছিলেন এই দিনটি হইবে একান্তই আবেগ ও শ্রদ্ধার। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যখন এই দিনটি কার্ড, ফুল এবং দামী উপহারের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে, তখন অ্যানা নিজেই এর প্রতিবাদ জানান। তিনি মনে করিতেন, মাকে দেওয়ার সেরা উপহার

হইলো নিজের হাতে লেখা একটি চিঠি, কেনা কোনো দামী উপহার নয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গেছেন।

বর্তমানে মাদার্স ডে একটি বৈশ্বিক উৎসবে পরিণত

হইয়াছে। যদিও বিশ্বের সব দেশে একই দিনে এটি পালিত হয় না, তবে মূল উদ্দেশ্যটি একইমাকে একটু আলাদাভাবে সময় দেওয়া এবং কৃতজ্ঞতা জানানো। প্রযুক্তির যুগে আমরা যখন যন্ত্রনির্ভর

হইয়া পড়িতেছি, তখন এই একটি দিন আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে পৃথিবীর সবথেকে নিরাপদ আশ্রয়টি হইলো মায়ের আঁচল।

কর্ণাটকের মন্ত্রী ডি. সুধাকরের প্রয়াণে শোকাহত রাহুল গান্ধী, বললেন 'কংগ্রেস আদর্শের মশালবাহক'

চেন্নাই, ১০ মে (আইএএনএস): কর্ণাটকের পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রী ডি. সুধাকর-এর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি সুধাকরকে "কংগ্রেসের আদর্শের মশালবাহক" বলে উল্লেখ করেন এবং দরিদ্র মানুষের সেবায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন।গত এক মাস ধরে বেঙ্গালুরুর কেআইএমএস হাসপাতাল-এর আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন ডি. সুধাকর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রবিবার ভোর ৩টা ১৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।তিনি স্ত্রী হর্ষিণী, পুত্র সুহাস এবং কন্যা স্পূর্তিকে রেখে গিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শোকবার্তায় রাহুল গান্ধী লেখেন, "জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা এবং কর্ণাটকের মন্ত্রী ডি. সুধাকরজির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। কংগ্রেসের আদর্শের এক মশালবাহক হিসেবে তিনি চিত্রদুর্গ ও কর্ণাটকের দরিদ্র মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।"

চারবারের বিধায়ক ডি. সুধাকর প্রথমে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের জন্য বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দেয় এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কিমস হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তাঁর ফুসফুস প্রতিস্থাপনের প্রস্তুতিও চলছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬১ সালের ২৮ মার্চ জন্মগ্রহণকারী ডি. সুধাকর চিত্রদুর্গ জেলার চল্লাকেরে এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। বি.কম ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন।

তিনি প্রথম ২০০৪ সালে চল্লাকেরে কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। পরে কেন্দ্রটি সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় ২০০৮ সালে হিরিয়ুর কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। ওই সময় তিনি বিজেপি সরকারকে সমর্থন করেন এবং বি. এস. ইয়েদিয়ুরপ্পা সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরে একটি দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর তাঁর দফতর পরিবর্তন করা হয় এবং তাঁকে মুজরাই দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়।২০১৩ সালে তিনি কংগ্রেসের টিকিটে হিরিয়ুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। ২০১৮ সালে পরাজিত হলেও ২০২৩ সালে ফের কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয় পান।চিত্রদুর্গ জেলায় খরার সময় তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে হ্রদের আশপাশে পশুখাদ্য চাষ করে কৃষকদের গবাদি পশুর জন্য তা বিতরণ করেছিলেন। তাঁর এই কাজ আজও এলাকাবাসীর মনে রয়েছে।কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার শোকপ্রকাশ করে বলেন, "আমাদের মন্ত্রিসভার সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডি. সুধাকরের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।"

সোমনাথ থেকে সিন্দুর- এক পুনরুজ্জীবিত ভারতের প্রাণশক্তি

শ্রী পীযূষ গোয়েল

৭৫ বছর আগে সুমহান সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ ও পবিত্রকরণ অনুষ্ঠানটি ভারতের সভ্যতার গৌরবের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এটি ভারতের সেই অদম্য সহনশীলতা ও সংকল্পকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'অভিযানের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

এই পবিত্র মাইলফলকের ৭৫তম বার্ষিকী গোটা দেশকে ভারতীয় সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তি ও শক্তির প্রতি গভীরতম আস্থার সঞ্চার করেছে- যে সভ্যতা গত ১০০০ বছর ধরে ধর্মান্ধদের দ্বারা মন্দিরের ওপর চালানো একের পর এক নৃশংস আক্রমণকে প্রতিহত করে আরও অধিক শক্তিশালী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রত্যেকবার আক্রমণের পর, গুজরাটের শান্ত সমুদ্রতীরে অবস্থিত এই মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনরায় পূর্ণ মহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বহু দিক থেকেই এর ইতিহাস দেশের অতীতের প্রতিচ্ছবি- যে ইতিহাসে আমাদের শান্তিকামী মানুষ তাদের বিশ্বাসব্যবস্থা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ওপর নেমে আসা নৃশংস আক্রমণের পরেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী যেমনটি বলেছেন, সোমনাথ মন্দিরকে ধ্বংস করার জন্য যেমন বারবার প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছে, ঠিক তেমনই বিদেশি আক্রমণকারীরাও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। তবুও, না সেই শ্রদ্ধেয় তীর্থস্থানটি ধ্বংস হয়েছে, আর না- ধ্বংস হয়েছে এই দেশ।

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সোমনাথের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্য কেবল লুটতরাজের চেয়েও অনেক বেশি জঘন্য ছিল। তিনি বলেন, "যদি এই আক্রমণগুলোর উদ্দেশ্য কেবল লুটতরাজই হতো, তবে এক হাজার বছর আগে প্রথম সেই বিশাল লুণ্ঠনের পরই তা থেমে যেত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। সোমনাথের পবিত্র বিগ্রহকে অপবিত্র করা হয়েছিল এবং মন্দিরের রূপ বারবার বদলে দেওয়া হয়েছিল। অথচ আমাদের শেখানো হয়েছিল যে, সোমনাথ ধ্বংস করা হয়েছিল কেবল লুটতরাজের উদ্দেশ্যেই। ঘৃণা, নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের সেই নিষ্ঠুর ইতিহাস আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল।"

নেহরুর বিরোধিতা স্বাধীনতার পর, সর্দার প্যাটেল সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; যে উদ্যোগটি নতুন স্বাধীন ভারতে জাতীয় আত্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ ছিল। কিন্তু এই উদ্যোগকেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের ঐতিহাসিক ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক বিরোধিতা করেছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। যদিও ১৯৫১ সালের ১১ই মে মন্দিরটির উদ্বোধন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি।

শতাব্দীব্যাপী নির্মম নিপীড়নের পর, এই পুনর্গঠন ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ এবং নিজস্ব সভ্যতার প্রতি গর্ববোধের বীজ বপন করেছে। কাশী বিশ্বনাথ ও উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরের পুনরুজ্জীবন থেকে শুরু করে অযোধ্যার সুবিশাল রাম মন্দির-কেদারনাথের পুনর্গঠন থেকে অগণিত ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংরক্ষণ করা পর্যন্ত; ভারত আজ পূর্ণ মর্যাদা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তার নিজস্ব সভ্যতার আখ্যানকে পুনরুদ্ধার করে চলেছে। এই প্রচেষ্টাগুলো দর্শনার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে এবং স্থানীয় মানুষের জন্য অসংখ্য কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করছে।

বৈশ্বিক ছাপ- সোমনাথের মতোই, ভারত আজ আরও শক্তিশালী রূপে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে এবং এমন একটি দেশ হিসেবে- যা আধুনিকতার সাথে তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভারত আজ বিশ্বমঞ্চে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। ২০১৪ সালে, দেশের জনগণ যখন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মোদী সরকারকে ক্ষমতায় বসাল, ঠিক তখনই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' পালনের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে রেকর্ড সংখ্যক ১৭৫টি দেশ সমর্থন জানিয়েছিল। যোগব্যায়াম আজ একটি বৈশ্বিক সুস্থতার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে সকল সংস্কৃতির মানুষকে উপকৃত করেছে।

এক দশক পর, প্রধানমন্ত্রী মোদী মধ্যপ্রাচ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের উপহার দেওয়া জমিতে একটি বিশাল মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন। এর আগে, প্রধানমন্ত্রী বাহরাইনে ২০০ বছরের পুরনো একটি মন্দিরের সংস্কার কাজের সূচনা করেছিলেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত প্রবাসী ভারতীয়দের সাথে মতবিনিময় করেন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁদের ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গর্বিত দূত হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

আয়ুষ ও যোগের বিশ্বায়ন- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নত দেশগুলোর সাথে ভারত যেসব মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর করেছে, সেগুলোর একটি মূল উপাদান হলো ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং আমাদের প্রথাগত জ্ঞান ব্যবস্থার পেশাজীবীদের জন্য বিশ্বব্যাপী সুযোগ সৃষ্টি করা। আমাদের কারুশিল্পী, শ্রমিক, কৃষক, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং স্টার্টআপগুলোর জন্য লাভজনক বৈশ্বিক সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি, এই বাণিজ্য চুক্তিগুলো প্রধানমন্ত্রীর 'বিকাশও, ঐতিহ্যও' বিষয়ক দূরদৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিউজিল্যান্ডের সাথে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি (এফটিএ) ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ভারতের বৈশ্বিক বিস্তৃতির পথে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এই চুক্তিতে ভিসার জন্য নির্দিষ্ট কোটা বা বরাদ্দ রাখার বিধান রয়েছে, যা আয়ুশ চিকিৎসক ও যোগ প্রশিক্ষকদের- এবং তাঁদের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-ভিত্তিক পেশাজীবীদের - নিউজিল্যান্ডে কাজ করার সুযোগ প্রদান করবে।

এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে আয়ুর্বেদ, যোগ এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা সেবার বাণিজ্যের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে; একই সাথে এটি 'আয়ুশ'-কে একটি সমসাময়িক ও বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্যসেবা সমাধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিগুলোতে অনুরূপ বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি (এফটিএ) আয়ুশ চিকিৎসকদের ভারতে অর্জিত পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের সেবা প্রদানের সুযোগ করে দেবে। এছাড়া, এই চুক্তিটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে আয়ুশ সুস্থতা কেন্দ্র ও ক্লিনিক স্থাপনের পথও সুগম করবে। নতুন উদ্ভূত হুমকি মোকাবিলা - ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যখন বিশ্বজুড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, ঠিক তখনই দেশটি একদল ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তু হয়ে রয়েছে; যারা সন্ত্রাসবাদ ও অনুপ্রবেশের মতো পন্থার আশ্রয় নিয়ে ভারতের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ঐতিহ্যকে বিঘ্নিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে 'নতুন ভারত' এহেন হুমকির সমুচিত জবাব দিচ্ছে। 'অপারেশন সিন্দুর'-এর মাধ্যমে ভারত সন্ত্রাসবাদী এবং সীমান্তের ওপারে তাদের মদদদাতাদের কঠোর শিক্ষা দিয়েছে। আর সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা সেইসব রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন করছিল, ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে লিপ্ত ছিল এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, 'অপারেশন সিন্দূর'-এর বার্ষিকী এবং সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের বার্ষিকী- এই দুটির ব্যবধান মাত্র কয়েক দিনের। দুটি ঘটনাই ভারতের অদম্য সহনশীলতা ও শক্তিরই পরিচায়ক।

সোমনাথের কাহিনী শেষ পর্যন্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে। এটি এমন একটি সভ্যতার কাহিনী যা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল। পুনর্নির্মাণের পঁচাত্তর বছর পরেও, সোমনাথ কেবল একটি মন্দির হিসেবেই নয়, বরং ভারতের সহনশীলতা, ধারাবাহিকতা এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাসের এক চিরন্তন প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

(লেখক কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী)

রঘু রাইয়ের আলোকচিত্রের অন্তর্মর্ময় জগত

শাহরিয়ার খান শিহাব

আলোকচিত্রী হিসেবে তিনি কেবল ছবি তোলেননি; বরং বলা যায় তিনি ভারতের হৃৎস্পন্দন ধারণ করেছেন। রাস্তাঘাটে সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খল ঘটনাগুলোকে তিনি ক্যামেরার সাহায্যে রূপ দিয়েছেন একরকম গভীর ও স্থায়ী দৃশ্যমান ইতিহাস হিসেবে। আমাদের এই পর্বের পাঠ আলোকচিত্রী রঘু রাই।

হিডেন ট্রুথ (লুকানো সত্য) এবং ডিসাইসিভ মোমেন্টের (নির্ণায়ক মুহূর্ত) এক অনন্য আলোকচিত্রশিল্পী হিসেবে রঘু রাইয়ের কাজ উপমহাদেশের এক চিরন্তন আয়নার মতো। তিনি স্বাক্ষর রেখে গেছেনএকটিমাত্র ফ্রেমও ধারণ করতে পারে একটি পুরো জাতির আত্মার গভীরতা।

রঘু রাইয়ের কাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো 'সাক্ষী' হয়ে থাকার মানসিকতা। তাঁর কাছে তিনি নিজে দৃশ্যের নির্মাতা নন; বরং একজন নীরব পর্যবেক্ষক, যিনি ভাগ্যক্রমে জীবনের স্পন্দনটুকু ধারণ করতে পারেন।

রঘু রাইয়ের আলোকচিত্র ধারণ করার পদ্ধতি প্রযুক্তিগত নিখুঁততার চেয়ে অনেক বেশি, যা তাঁর বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে গভীর দার্শনিক সংযোগ স্থাপনের ওপর নির্ভর করে। তাঁর বিশ্বাস, আলোকচিত্রের কাজ কেবল সুন্দরভাবে কিছু দেখানো নয়; বরং একটি মুহূর্তের গভীরতা ও জীবন্ত শক্তিকে ধারণ করা।

রঘু রাইয়ের মতে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রতিটি বিষয়বস্তুর ভেতর নিজস্ব একটি 'অরা' (মানুষের ভেতরের ভাব, আবেগ, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব, যা বাইরে থেকে পুরোপুরি দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়) উপস্থিতি থাকে। এই অরা শুধু আধ্যাত্মিক বা মহৎ ব্যক্তিত্বদের (যেমন মাদার তেরেসা) মধ্যেই সীমাবদ্ধতিনি এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন। বরং তিনি মনে করতেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একধরনের স্বতন্ত্র উপস্থিতি থাকে, যা একজন আলোকচিত্রীকে খুঁজে বের করতে হয়। তাঁর কাছে শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো এই লুকানো শক্তি ও সত্যকে তুলে ধরা। রঘু রাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিল্প কেবল সৌন্দর্য ধরে রাখা বা চোখে ভালো লাগার মতো কিছু তৈরি করা নয়। ঘরের সাজসজ্জার সঙ্গে মানানসই ছবি তোলা তাঁর লক্ষ্য নয়। যদিও তিনি স্বীকার করেন যে ১৯৬০ ও '৭০-এর দশকের শুরুতে তাঁর ধারণ করা আলোকচিত্র হিন্দি সিনেমার 'রোমান্টিকতা' ও 'নাটকীয়তা'র প্রভাব বহন করত, পরে তিনি সেই ধারা থেকে সরে এসে আলোকচিত্রের গভীরতর অর্থ উপলব্ধি করেন।

রঘু রাইয়ের কাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো 'সাক্ষী' হয়ে থাকার মানসিকতা। তাঁর কাছে তিনি নিজে দৃশ্যের নির্মাতা নন; বরং একজন নীরব পর্যবেক্ষক, যিনি ভাগ্যক্রমে জীবনের স্পন্দনটুকু ধারণ করতে পারেন। আলোকচিত্রের বিষয়বস্তু কোনো রাজনৈতিক নেতা হোক বা পথশিশু, সব ধরনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। প্রচলিত অর্থে 'নিখুঁত' আলো বা নিখুঁত কম্পোজিশন খোঁজার বদলে তিনি খোঁজেন ভারতের প্রাণস্পন্দন। এ জন্য তিনি প্রায়ই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহার করেন, যাতে ভারতের বৈচিত্র্যময়, বিশৃঙ্খল অথচ জীবন্ত বাস্তবতাকে পুরোপুরি তুলে ধরা যায়। রঘু রাইয়ের ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডিকে ঘিরে দুই দশকের নিবিড় আলোকচিত্র ধারণ কেবল প্রচলিত ফটোসাংবাদিকতার সীমায় আবদ্ধ ছিল না; এটি পরিণত হয়েছিল এক আজীবন নৈতিক সাক্ষ্যদানে। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডিতে যখন মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস লিক হয়ে শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, তখন তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। সেখানে তিনি যে দৃশ্য দেখেন, তা কেবল মানুষের চিৎকার বা বিশৃঙ্খলার নয়; বরং দমবন্ধ করা নীরবতায় আচ্ছন্ন এক মৃত্যুভূমি।

শুরুতে ধারণ করা রঘু রাইয়ের ছবিগুলো সেই তাতণিক ভয়াবহতার নির্মম দলিল হয়ে আছে। রাস্তায় পড়ে থাকা ফুলে ওঠা পশুর মৃতদেহ আর আতঙ্কিত, দৃষ্টিহীন মানুষের হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে থাকার চেষ্টা। শহরটি যেন এক খোলা আকাশের নিচে বিশাল মর্গে পরিণত হয়েছিল। তাঁর তোলা অন্যতম বিখ্যাত ছবি, যেখানে আমরা দেখতে পাই একজন পিতা নিজের সন্তানকে কবর দিচ্ছেন, যা বিপর্যয়ের প্রতীকী মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু রাইয়ের কাছে সেই একটি ফ্রেমই শেষ কথা ছিল না; বরং সেটিই ছিল এক দীর্ঘ দায়িত্ববোধের সূচনা, যা টানা ২০ বছর ধরে চলেছে।

যখন দেশ ও বিশ্ব এই ঘটনার প্রতি আগ্রহ হারাতে শুরু করে, তখনো রঘু রাই থেমে থাকেননি। তিনি একাধিকবার ভোপালে ফিরে গেছেন এক গভীর হতাশা থেকে, যে সমাজের সবচেয়ে অসহায় মানুষগুলোকে রাষ্ট্র ও করপোরেশন উভয়েই উপেক্ষা করছে। তাঁর দৃষ্টি তখন ধীরে ধীরে তাৎক্ষণিক ধাক্কা থেকে সরে গিয়ে 'ধীরে ধীরে মৃত্যুর' দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। যারা বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু আর কোনো দিন পুরোপুরি সুস্থভাবে বাঁচার উপায় তাদের ছিল না। গ্যাস লিকের কারণে অন্ধ হয়ে যাওয়া নাগরিক। ভোপাল, ১৯৮৪। রঘু রাই —রঘু রাই তুলে ধরেন সেই ক্লান্ত, নিস্তেজ জীবনের ছবি, যেখানে বাবা-মায়েরা অসহায়ের মতো দেখছেন, তাঁদের সন্তানেরা বছরের পর বছর ফুসফুসের জটিল রোগ বা হৃদ্‌যন্ত্রের অপারেশনের সঙ্গে লড়াই করছে। ইউনিয়ন কার্বাইটের পরিত্যক্ত কারখানার মরিচা ধরা কাঠামো আর তার চারপাশের সবুজ দেখানো বস্তিগুলোর ছবি তুলে তিনি এক ভয়াবহ বৈপরীত্যকে মানুষের সামনে আনেন। যেখানে শিশুরা খেলছে এমন মাটিতে, যা আসলে এখনো বিষাক্ত রাসায়নিকের দূষণে ভরা। রঘু রাইয়ের ২০ বছরের নিরবচ্ছিন্ন আলোকচিত্র ধারণের পরিণতি ঘটে তাঁর ২০০২ সালের প্রকল্প 'এক্সপোজার: পোর্টেট অব আ করপোরেট ক্রাইম'-এ। তাঁর যে কাজ আর শুধু ব্যক্তিগত দুর্ভোগের গল্প বলে না; বরং করপোরেট অবহেলা ও দায়হীনতার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অভিযোগপত্র হয়ে ওঠে। এখানে তিনি তুলে ধরেন গবেষণার জন্য ব্যবহৃত পরিত্যক্ত খুলি, কিংবা কাচের জারে সংরক্ষিত গর্ভপাত হওয়া ভ্রূণের মতো মর্মান্তিক চিত্র, যা এই বিপর্যয়ের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে।

রঘু রাইয়ের ধারণ করা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে শরণার্থী সংকট নিয়ে আলোকচিত্রগুলো তাঁর ক্যারিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে বিবেচিত হয়। এ কাজের মাধ্যমেই তিনি একজন প্রতিভাবান আঞ্চলিক আলোকচিত্রী থেকে মানবিক দুর্ভোগের এক বৈশ্বিক সাক্ষীতে পরিণত হন।

রঘু রাইয়ের ধারণ করা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে শরণার্থী সংকট নিয়ে আলোকচিত্রগুলো তাঁর ক্যারিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে বিবেচিত হয়। এ কাজের মাধ্যমেই তিনি একজন প্রতিভাবান আঞ্চলিক আলোকচিত্রী থেকে মানবিক দুর্ভোগের এক বৈশ্বিক সাক্ষীতে পরিণত হন। যুদ্ধ শুরু হলে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে লাখ লাখ মানুষ নির্মম সামরিক দমন-পীড়ন থেকে বাঁচতে ভারতে আশ্রয় নেয়। রাই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেখেন উদ্বাস্তু মানুষের এক বিশাল স্রোতঅসংখ্য মানুষের ভিড়ে গড়ে ওঠা এক বেদনাময় বাস্তবতা।

রঘু রাইয়ের এই সময়ের ছবিগুলো প্রকৃতির এক অদ্ভুত বৈপরীত্য তুলে ধরে। বর্ষায় সিক্ত সবুজ ও সজীব গ্রামীণ সৌন্দর্যের পাশে কাদামাটিতে হাঁটু-ডোবানো জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া ক্ষীণদেহী মানুষের ক্লান্ত যাত্রা। রঘু রাই এ ক্ষেত্রে শুধু যুদ্ধের সামরিক কৌশল বা সংঘর্ষের দৃশ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং তাঁর ক্যামেরা ধরেছে বাস্তুচ্যুত মানুষের নীরব, ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিগুলো। তিনি তুলে ধরেছেন মায়েদের সেই শূন্য দৃষ্টি, যাঁরা প্রবল বৃষ্টির মধ্যে নিজেদের শিশুদের আগলে রাখছেন; কিংবা বৃদ্ধ মানুষদের, যাঁরা মাথায় ছোট্ট পুঁটলিতে তাঁদের সমগ্র জীবন বহন করছেন। তাঁর একটি হৃদয়স্পর্শী ছবিতে দেখা যায় খাবারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা শরণার্থীদের দীর্ঘ সারি, যাদের চোখে ক্লান্তি আর বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা একসঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। কিংবদন্তি ফরাসি আলোকচিত্রী অঁরি কার্তিয়ে-ব্রেসোঁ রঘু রাইয়ের যুদ্ধের এসব আলোকচিত্রে এমন এক বিরল ক্ষমতা খুঁজে পান, যেখানে কোনো রকম কৌতূহল ছাড়াই সংকটের 'আত্মা'কে ধরা হয়েছে।

এই ছবিগুলো কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিবেদন ছিল না; বরং ছিল মানুষের সহ্যশক্তির সীমা কোথায় সেসবের গভীর অনুসন্ধান। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে রঘু রাই 'শরণার্থী'কে কেবল একটি সংখ্যা থেকে তুলে এনে এক একজন মানুষে পরিণত করেন, যাদের গল্প বিশ্ববাসীর মনোযোগ দাবি করে।

কিংবদন্তি ফরাসি আলোকচিত্রী অঁরি কার্তিয়ে-ব্রেসোঁ রঘু রাইয়ের যুদ্ধের এসব আলোকচিত্রে এমন এক বিরল ক্ষমতা খুঁজে পান, যেখানে কোনো রকম কৌতূহল ছাড়াই সংকটের 'আত্মা'কে ধরা হয়েছে। এ স্বীকৃতিই পরবর্তীকালে রাইকে ম্যাগনাম ফটোস সংগঠনের প্রথম ভারতীয় সদস্য হওয়ার পথ করে দেয়। রঘু রাই দীর্ঘদিন ধরে মাদার তেরেসাকে কেন্দ্র করে কাজ করেন। সেসব আলোকচিত্র সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে আধ্যাত্মিক ও অন্তরঙ্গ সৃষ্টিগুলোর একটি। যেন কোনো দীর্ঘ সংলাপ। একদিকে আলোকচিত্রীর দৃষ্টি, অন্যদিকে এক নিঃস্বার্থ, আত্মনিবেদিত জীবনের গল্প। ১৯৭০—এর দশকের শুরু থেকে ১৯৯৭ সালে মাদার তেরেসার মৃত্যুর আগপর্যন্ত, রঘু রাই মিশনারিস অব চ্যারিটির কার্যক্রম খুব কাছ থেকে দেখার বিরল সুযোগ পান, বিশেষ করে কলকাতায়।

রঘু রাইয়ের অন্যান্য ব্যস্ত, বিশৃঙ্খল স্ট্রিট ফটোগ্রাফির তুলনায় মাদার তেরেসাকে নিয়ে তাঁর কাজগুলোতে এক গভীর নীরবতা ও স্থিরতা লক্ষ করা যায়। তিনি 'দরিদ্রদের সাধ্বী' হিসেবে পরিচিত জনসমক্ষের চিত্রের বাইরে গিয়ে তুলে ধরেছেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কঠোর, কখনো ক্লান্তিকর বাস্তবতা। তাঁর ছবিতে নির্মল হৃদয়ের কঠিন, সরল পরিবেশ কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মুখ লুকানো নেই; তবু সেই ছবিগুলোতে এমন এক আলো অনুভূত হয়, তা যেন সেই কঠোরতার মধ্যেও এক অতীন্দ্রিয় করুণা ও অনুগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। মাদার তেরেসার আলোকচিত্রগুলোর শক্তি নিহিত রাইয়ের সেই ক্ষমতায়, যেখানে তিনি এক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বকে মানবিক করে তুলেছেন, অথচ তার পবিত্রতার আভাও অক্ষুণ রেখেছেন। মাদার তেরেসার আলোকচিত্রগুলোর শক্তি নিহিত রাইয়ের সেই ক্ষমতায়, যেখানে তিনি এক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বকে মানবিক করে তুলেছেন, অথচ তার পবিত্রতার আভাও অক্ষুণ রেখেছেন। তিনি প্রায়ই মাদার তেরেসাকে নিঃসঙ্গতা বা প্রার্থনার মুহূর্তে ধারণ করেছেন। যাতে তাঁর হাতের ভাঁজে বা মুখের রেখায় পৃথিবীর দুঃখকষ্টের ভার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাইয়ের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ব্যবহার, যার মাধ্যমে তিনি মাদার তেরেসার ছোট, দৃঢ় অবয়বকে কলকাতার বিশাল দারিদ্র্যের পটভূমিতে স্থাপন করেছেন। ফলে স্পষ্ট হয়, তিনি নিজের ওপর কত বিশাল দায়িত্ব তুলে নিয়ে ছিলেন। এই আলোকচিত্রগুলো কোনো প্রচারণার উদ্দেশ্যে তোলা হয়নি; বরং এগুলো এক নারীর জীবনের সৎ, নিরাভরণ পর্যবেক্ষণ। যিনি অটল লক্ষ্য নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন।

সময়ের সঙ্গে রাইয়ের উপস্থিতি এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল যে তাঁর ক্যামেরা যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে তিনি এমন সব কোমল, স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্ত ধারণ করতে পেরেছেন, যেখানে মাদার তেরেসা অসহায় মানুষের কপালে হাত রাখছেন, কিংবা সহযাত্রীদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন বিরল এক উজ্জ্বল হাসি। প্রায় ৩০ বছর ধরে এই কাজকে ক্যামেরায় ধারণ করে তিনি এমন এক বর্ণনা নির্মাণ করেছেন, যা ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে মানবসেবার সর্বজনীন ভাষাকে তুলে ধরে।

মাদার তেরেসার মৃত্যুর পর, রঘু রাইয়ের ছবিগুলোই বিশ্ববাসীকে এই ক্ষতি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। মাদার তেরেসাকে নিয়ে তাঁর এই 'বডি অব ওয়ার্ক' একদিকে যেমন ঐতিহাসিক দলিল, তেমনি অন্যদিকে এক আধ্যাত্মিক জীবনী। তাঁর ক্যামেরার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সেই লুকায়িত সত্য, যা কোনো বৃহৎ কর্মে নয়, বরং ছোট ছোট, পুনরাবৃত্ত ভালোবাসার কাজে গড়ে ওঠে, যা তাঁর সারা জীবনের ভিত্তি।

রঘু রাইয়ের 'দিল্লি' ও 'ইন্ডিয়া' সিরিজ যেন এক আজীবনের প্রচেষ্টা। একটি দেশের বিস্তৃত, পরস্পরবিরোধী অথচ প্রাণবন্ত আত্মাকে ধরার চেষ্টা। যে দেশকে কোনো একক পরিচয়ে বেঁধে ফেলা যায় না। রাইয়ের কাছে দিল্লি কেবল একটি শহর নয়; এটি এক জীবন্ত সত্তা, যেখানে শতাব্দীর ইতিহাস একই পরিসরে পাশাপাশি বাস করে। তাঁর ক্যামেরায় মোগল যুগের প্রাচীন স্থাপত্য এবং আজকের চাঁদনী চকের ব্যস্ততা সমান গুরুত্ব পায়। এখানে অতীত কেবল বর্তমানকে ছায়া দেয় না, বরং সক্রিয়ভাবে তার অংশ হয়ে ওঠে। আলোকচিত্রগুলোর বিশেষত্ব হলো স্তরবিন্যাস। একটি ছবির মধ্যেই দেখা যায় ঘুমন্ত শ্রমিক, পথচলা গরু আর দূরে কোনো মিনারের অবয়ব; সবকিছু মিলিয়ে যেন বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একধরনের কবিতার সুর তৈরি হয়। রাই শহরটিকে এমন কোনো পর্যটকের মতো করে দেখেন না, যিনি শুধু দর্শনীয় স্থান খোঁজেন; বরং তিনি যেন রাস্তাঘাটের এক 'ফ্ল্যানিউর', যিনি খুঁজে বেড়ান সেই মুহূর্তগুলো, যখন সাধারণ দৃশ্য হঠাৎ অসাধারণ হয়ে ওঠে। তিনি হয়ে ওঠেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা গন্তব্য ছাড়াই শহরের রাস্তায় অলসভাবে ঘুরে বেড়ান এবং শহুরে জীবন ও পরিবেশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

রঘু রাইয়ের বিস্তৃত 'ইন্ডিয়া' সিরিজে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রসারিত হয়, যেখানে তিনি শহরের সীমা ছাড়িয়ে গ্রামীণ জীবনের আধ্যাত্মিক ও ঋতুভিত্তিক ছন্দকে ধারণ করেন। তিনি বছরের পর বছর ধরে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী জীবন এবং কুম্ভ মেলার বিশাল সমাবেশের ছবি তুলেছেন, যেখানে মানুষ ও আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটে।

ভারতীয় প্রকৃতিকে রঘু রাই খুব কমই স্থিরভাবে উপস্থাপন করেছেন। বরং চলন্ত ট্রেনের ঝাপসা দৃশ্য বা বর্ষার সকালের কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের মাধ্যমে তিনি এমন এক দেশের অনুভূতি তুলে ধরেন, যা সব সময় পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে। প্রচলিত পোস্টকার্ডের মতো নিখুঁত ছবিকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি খুঁজে পান সেই 'হিডেন ট্রুথ', যা ধুলো, মাটি আর অপরিশোধিত সকালের আলোতে লুকিয়ে থাকে।

১৯৬০-এর পরবর্তী ঔপনিবেশিক সময় থেকে শুরু করে ডিজিটাল একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘ যাত্রাকে ধারণ করে রঘু রাই এমন এক আর্কাইভ তৈরি করেছেন, যা একাধারে ব্যক্তিগত ডায়েরি আবার জাতীয় ইতিহাসও।

রঘু রাইয়ের এই সিরিজের কাজগুলো একটি দেশের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের দৃশ্যমান জীবনী হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়কে সহজ করে না তোলার মধ্যে নিহিত রাইয়ের দক্ষতা; বরং তিনি ভারতের জটিলতা, ভিড় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশৃঙ্খলাকে গ্রহণ করে তা আলো ও ছায়ার এক সূক্ষ্ম ভাষায় রূপ দেন। তাঁর আলোকচিত্র যেন ভারতীয় পরিচয়ের এমন এক আয়না, যেখানে সংগ্রাম ও অদম্য প্রাণশক্তি একসঙ্গে প্রতিফলিত হয়।

১৯৬০-এর পরবর্তী ঔপনিবেশিক সময় থেকে শুরু করে ডিজিটাল একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘ যাত্রাকে ধারণ করে রঘু রাই এমন এক আর্কাইভ তৈরি করেছেন, যা একাধারে ব্যক্তিগত ডায়েরি আবার জাতীয় ইতিহাসও। তাঁর চোখে ভারত কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা স্মৃতিস্তম্ভের সমষ্টি নয়; বরং এক অবিরাম, স্পন্দিত হৃৎস্পন্দন, যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা তিনি সারা জীবন করে গেছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বিজেপিকে নিশানা প্রদেশ কংগ্রেসের, সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার আহ্বান

আগরতলা, ১০ মে : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস-এর উদ্যোগে এক স্মরণসভা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, যুব কংগ্রেস নেতা নীল কমল সাহা এবং মহিলা প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী সর্বানী ঘোষ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় এবং তাঁর মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার উপর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্ব মানবতাবাদেরও এক উজ্জ্বল প্রতীক। বর্তমান সময়ে তাঁর সম্প্রীতির বার্তা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবিক দর্শন নতুন প্রজন্মের কাছে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিহাসকে বিকৃত করে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে যেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ চন্দ্র বসু বা সরদার বল্লভভাই প্যাটেল-এর বিরোধী ছিল। তার দাবি, এগুলো বিজেপির রাজনৈতিক প্রচারের অংশ।জাতীয় সংগীত "জনগণমন" এবং "বন্দেমাতরম" প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "জনগণমন"-এর পাশাপাশি "বন্দেমাতরম" বাধ্যতামূলক করার সম্ভাবনা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে সংসদে কিছু বিজেপি সাংসদের "বন্দেমাতরম"-কে জাতীয় সংগীত করার প্রস্তাবের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

বক্তব্যে বিজেপির আদর্শিক ইতিহাসের সমালোচনা করে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। অথচ বিজেপির আদর্শিক জনক হিসেবে পরিচিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অতীতে মুসলিম লীগের সমর্থিত সরকারের অংশ ছিলেন বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়া তিনি খোয়াই শহরের একটি রাস্তার নাম পরিবর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। তার অভিযোগ, স্বামী বিবেকানন্দের নামে দীর্ঘদিনের একটি রাস্তার নাম পরিবর্তন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে করা হয়েছে। নতুন রাস্তার নামকরণে আপত্তি না থাকলেও স্বামী বিবেকানন্দের নাম সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায় প্রদেশ কংগ্রেস।

প্রবীর চক্রবর্তী আরও বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে দেশে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা, রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের প্রবণতা বেড়েছে। তার দাবি, এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শেষে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচন প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনের আগে ও পরে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বিজেপি ও অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস-এর মধ্যে, তবুও বিজেপির প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস বলেও দাবি করেন তিনি।

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ঘিরে নেপালে সরকার-বিচারব্যবস্থার সংঘাত তীব্র

কাঠমান্ডু, ১০ মে (আইএএনএস): প্রধান বিচারপতি নিয়োগকে কেন্দ্র করে নেপালের সরকার ও বিচারব্যবস্থার মধ্যে প্রকাশ্য সংঘাত তৈরি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতার তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকা বিচারপতি মনোজ শর্মা-কে প্রধান বিচারপতি পদে সুপারিশ করায় বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।

গত ৭ মে প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ-এর নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক পরিষদ বিচারপতি মনোজ শর্মার নাম রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পাউডেল-এর কাছে পাঠায়। এর ফলে দীর্ঘদিনের সেই প্রথা ভেঙে যায়, যেখানে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকেই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হত।

এই সুপারিশের বিরোধিতা করে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির চেয়ারপার্সন নারায়ণ দাহাল এবং প্রতিনিধি সভার বিরোধী দলনেতা ভীষ্ম রাজ আংডেম্বে ভিন্নমত নথিভুক্ত করেন। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের প্রথা ভাঙা উচিত নয়।

শনিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সপনা প্রধান মল্ল সাংবিধানিক পরিষদের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। ৭৪তম জাতীয় আইন দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "বিচারব্যবস্থাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং নির্বাহী বিভাগের কাছে আত্মসমর্পণকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।"

তিনি আরও বলেন, "কার ক্ষতি হল, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু সরকারের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে।"

সরকারের দাবি, বিচারপতি শর্মা অন্য জ্যেষ্ঠ বিচারপতিদের তুলনায় বেশি দক্ষ। এর জবাবে মল্লা প্রশ্ন তোলেন, "কোন ভিত্তিতে দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়েছে, আমি জানি না। শুধুমাত্র রায়ের সংখ্যা বিচারপতির দক্ষতার একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না।"

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মূল্যায়ন পর্বে বিচারপতি শর্মা অন্য তিন জ্যেষ্ঠ বিচারপতির তুলনায় বেশি সংখ্যক রায় দিয়েছেন।

আইন দিবসের অনুষ্ঠানে মল্লা আরও বলেন, "দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার কিংবা অভিশংসনের হুমকির চাপে বিচারব্যবস্থার মূল চেতনা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। বিচারপতিদের ভয় বা প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করতে হবে।"

এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন নেপালের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। তিনি বলেন, "সপনা প্রধান মল্লার মতো যোগ্য বিচারপতি আর কেউ নন। তাঁর যোগ্যতা আমার থেকেও বেশি। তাঁকে বঞ্চিত করা দেশের ১ কোটি ৫০ লক্ষ নারীর মুখে চপেটাঘাত।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আদালতকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক।

সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ বিপিন অধিকারী আইএএনএস-কে বলেন, সংবিধানে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ বাধ্যতামূলক না হলেও, এই প্রথা ভাঙলে সরকার নিজেদের পছন্দের বিচারপতিকে শীর্ষপদে বসানোর সুযোগ পাবে।

তাঁর মতে, "এতে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি আরও বলেন, "শুধু রায়ের সংখ্যা বিচারপতির দক্ষতার মানদণ্ড হতে পারে না। রায়ের গুণগত মান এবং বিচারিক নজির তৈরির গুরুত্ব অনেক বেশি।"

নেপালের সংবিধানের ১২৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে অন্তত তিন বছর কাজ করেছেন এমন কেউ প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য।

মাতৃ দিবসে মাতৃ পুষ্টি কিট বিতরণ পীযূষ গয়ালের, 'বিকশিত ভারত' গঠনে নারীদের ভূমিকায় জোর

মুম্বই, ১০ মে (আইএএনএস): মাতৃ দিবস উপলক্ষে রবিবার মুম্বইয়ে 'মাতৃ পুষ্টি কিট' বিতরণ করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। অনুষ্ঠানে তিনি মা ও নবজাতকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে সুস্থ মা ও সুস্থ শিশুর হাত ধরেই।উত্তর মুম্বইয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গয়াল জানান, গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে থাকা মহিলাদের পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কথা মাথায় রেখেই এই বিশেষ কিট তৈরি করা হয়েছে। একইসঙ্গে নবজাতকের জন্মের পর প্রথম কয়েক দিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও এতে রাখা হয়েছে।তিনি বলেন, "এই কিটগুলি অত্যন্ত চিন্তাভাবনা করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে থাকা মা ও বোনেদের সব প্রয়োজনীয় জিনিস থাকে। নবজাতকের প্রাথমিক চাহিদার কথাও এতে বিবেচনা করা হয়েছে, যাতে মা ও শিশু দু'জনেরই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায়।"কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, "একজন সুস্থ মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া সুস্থ শিশুই আগামী প্রজন্ম। এটাই ভারতের ভবিষ্যৎ, আর ভারতের ভবিষ্যৎই বিশ্বের ভবিষ্যৎ হতে চলেছে।"

তিনি জানান, উত্তর মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় এই উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করা হবে, যাতে নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা গর্ভাবস্থা ও সন্তান জন্মদানের সময় কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হন। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বাধীন সরকারের নারী ক্ষমতায়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন গয়াল। তিনি বলেন, প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ায় মহিলাদের আর দূর থেকে মাথায় করে জল বহন করতে হচ্ছে না। পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি, স্কুল-কলেজে উন্নত শৌচাগার এবং স্যানিটারি প্যাডের ব্যবস্থার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। গয়ালের বক্তব্য, এই ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ নারীদের 'আত্মনির্ভর' করে তুলছে এবং দেশের উন্নয়নের যাত্রায় তাঁদের অংশগ্রহণ আরও বাড়াচ্ছে।

অনুষ্ঠানে তিনি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ক্রমবর্ধমান সাফল্যেরও প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, "আমাদের মা ও বোনেরা প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা দেবী লক্ষ্মী ও দেবী দুর্গার রূপ ধারণ করেছেন এবং অন্যায়কারীদের কোনওভাবেই রেয়াত করবেন না।"মিডিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতায় মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "বিকশিত ভারত গড়ার যাত্রায় আমাদের নারীদের অবদানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁরা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করে এসেছেন।"এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি জানান, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের সহায়তার জন্যই এই পুষ্টি কিট বিতরণ করা হচ্ছে। প্রতি মাসে এই কিট বিতরণ করা হবে, যাতে মা ও শিশুর সুস্থতা বজায় থাকে।

২০২৭ ভোটের আগে যোগী মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ, মন্ত্রী হলেন ভূপেন্দ্র চৌধুরী-মনোজ পাণ্ডে সহ ছয়জন

লখনউ, ১০ মে (আইএএনএস): ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিল যোগী আদিত্যনাথ সরকার। রবিবার বহুল প্রতীক্ষিত মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে ছয়জন নতুন মন্ত্রীকে শপথ গ্রহণ করানো হল এবং দুই প্রতিমন্ত্রীকে পদোন্নতি দেওয়া হল। জাতিগত, আঞ্চলিক ও সাংগঠনিক সমীকরণে ভারসাম্য রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

লখনউয়ের রাজভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের পদ ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করান রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেল।

প্রথমেই ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন উত্তরপ্রদেশ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ভূপেন্দ্র সিং চৌধুরী। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে তাঁর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুরুত্বেরই ইঙ্গিত মিলেছে এই পদক্ষেপে। এরপর শপথ নেন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নেতা তথা প্রাক্তন সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক ঞ্চঞ্চদ্রব্রদ্দ ঞ্ঝথদ্রত্মত্রা, যিনি সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

এছাড়াও মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সুরেন্দ্র দিলের, কৃষ্ণ পাসওয়ান, হংসরাজ বিশ্বকর্মা এবং কৈলাশ রাজপুত। পাশাপাশি প্রতিমন্ত্রী অজিত পাল ও সোমেন্দ্র তোমারকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক ও আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

শপথ গ্রহণের পর কৃষ্ণ পাসওয়ান বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নে সরকার আরও দ্রুত ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৭ সালের নির্বাচনের আগে বিজেপির বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণের কৌশলের অংশ হিসেবেই এই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নতুন ছয় মন্ত্রীর মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, তিনজন ওবিসি এবং দু'জন দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত নেতা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মনোজ পাণ্ডের অন্তর্ভুক্তি ব্রাহ্মণ ভোটব্যাঙ্কে বিজেপির প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে ভূপেন্দ্র চৌধুরীর মন্ত্রিত্ব পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও জাট সম্প্রদায়ের মধ্যে দলের অবস্থান আরও মজবুত করবে।

এর আগে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের দ্বিতীয় দফার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হয়েছিল ২০২৪ সালের ৫ মার্চ, লোকসভা নির্বাচনের আগে। তখন ওমপ্রকাশ রাজভর, দারা সিং চৌহান, অনিল কুমার ও সুনীল শর্মাকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

সংবিধান অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সর্বাধিক ৬০ জন মন্ত্রী থাকতে পারেন। রবিবারের আগে যোগী মন্ত্রিসভায় সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৪। এদিন বাকি ছয়টি শূন্যপদই পূরণ করা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে ৪ হাজার নতুন কনস্টেবলকে প্রযুক্তিনির্ভর বিশেষ দায়িত্বে কাজে লাগানো হবে: ডিজিপি নলিন প্রভাত

শ্রীনগর, ১০ মে (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি নলিন প্রভাত রবিবার জানিয়েছেন, রাজ্যের বিশেষ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ৪ হাজারেরও বেশি নতুন কনস্টেবলকে বিশেষ প্রযুক্তিগত দায়িত্বে কাজে লাগানো হবে। এই নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় ৬০০ জন মহিলা রয়েছেন। নবনিযুক্ত কনস্টেবলদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বহু বি.টেক ও এম.টেক ডিগ্রিধারী রয়েছেন, যাঁদের দক্ষতাকে পুলিশ বাহিনীর বিশেষ প্রযুক্তিনির্ভর বিভাগে কাজে লাগানো হবে।

শ্রীনগরের জেওয়ানের আর্মড পুলিশ কমপ্লেক্সে উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা-র উপস্থিতিতে নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে ডিজিপি জানান, ২০২৪ সালে বিজ্ঞাপিত পদগুলির জন্য ৫.৫ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। নির্বাচিতদের মধ্যে বহু স্নাতক, স্নাতকোত্তর, বি.টেক ও এম.টেক ডিগ্রিধারী রয়েছেন।তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ চলাকালীন এই উচ্চশিক্ষিত কনস্টেবলদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), সিসিপিএস এবং অন্যান্য প্রযুক্তিনির্ভর পুলিশি ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হবে।

আধুনিক ভেন্ডিং জোন গড়ে তুলতে উদ্যোগ, তেলিয়ামুড়ায় নতুন আশার সঞ্চার

আগরতলা, ১০ মে : তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের অন্তর্গত দুটি ভেন্ডিং জোনকে আধুনিক ও সর্বসুবিধাসম্পন্ন বাজার এলাকায় রূপান্তর করার উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ত্রিপুরা আরবান উন্নয়ন দপ্তরের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল সম্প্রতি তেলিয়ামুড়ায় এসে ভেন্ডিং জোন দুটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ডেপুটি সিইও প্রদীপ কুমার সরকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।প্রতিনিধি দল ভেন্ডিং জোনগুলির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং আধুনিকীকরণের সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জানা গেছে, প্রকল্পের আওতায় উন্নত অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা, আধুনিক শৌচাগার, পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে ক্রেতাদের জন্যও পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।এদিন চেয়ারম্যান রূপক সরকার বলেন, "আমাদের একটাই লক্ষ্য 'এক তেলিয়ামুড়া, শ্রেষ্ঠ তেলিয়ামুড়া' গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পুরপরিষদ ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই আধুনিক ভেন্ডিং জোন শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের জন্য নয়, সমগ্র তেলিয়ামুড়ার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।"

তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দুর্গোৎসবের আগেই আধুনিক ভেন্ডিং জোন ব্যবসায়ী ভাই-বোনদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।চেয়ারম্যানের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মাননীয়া বিধায়িকার নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়াকে আরও আধুনিক ও

অল ত্রিপুরা কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১০ মে : অল ত্রিপুরা কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মানবিক উদ্যোগকে সামনে রেখে আয়োজিত এই শিবিরে বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ অমৃতানন্দ মহারাজ, বিধায়ক অভিষেক দেব রায়, প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ কুমার দাস, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলার, এআইওসিডি নর্থ ইস্ট জোনের সেক্রেটারি সাগর মাইতি, সুব্রত দাস সহ সংগঠনের সভাপতি সমর কুমার ভৌমিক এবং সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, রক্তদান এক মহৎ মানবিক কাজ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই ধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা।

আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা আরও জোরদার করল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

নয়াদিল্লি, ১০ মে (আইএএনএস): জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে নতুন পদক্ষেপ নিল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। কেপ টাউনের রয়্যাল অবজারভেটরিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি (সাও)-কে ভারতের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান কেন্দ্র (আইইউসিএএ)-র ব্যানার আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের হাইকমিশনার প্রভাত কুমার।

মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠান দুই দেশের দীর্ঘদিনের বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার আরও গভীর হওয়ার প্রতীক হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় হাইকমিশনার দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণাগার-এর গবেষণার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আইইউসিএএ-র ব্যানার স্থাপন 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রতি ভারত সরকারের অগ্রাধিকারের প্রতীক'।

তিনি আরও বলেন, "বিজ্ঞানে সহযোগিতা ভারতের বিদেশ নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং আমাদের একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। হাইকমিশন বা কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে যে কোনও সহায়তার জন্য আমরা প্রস্তুত।"

সাও-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রোজালিন্ড স্কেলটন দুই দেশের অংশীদারিত্বের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে গত দুই দশকে লবণ প্রকল্পের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, "আমরা বিশেষভাবে গর্বিত যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে সল্ট-কে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ভারতীয় সহযোগীদের সঙ্গে যৌথভাবে একটি নতুন ক্যামেরা ডিটেক্টর ও কন্টোলার তৈরি করা হচ্ছে, যা আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই টেলিস্কোপে বসানো হবে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায়।"

স্কেলটন জানান, ব্রিকস কাঠামোর অধীনে ভবিষ্যতেও যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। চলতি বছরের অক্টোবর ও নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ব্রিকস জ্যোতির্বিজ্ঞান ওয়ার্কিং গ্রুপ বৈঠক এবং সল্ট কর্মশালা ও বোর্ড মিটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞানীরা অংশ নেবেন।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালে ব্রিকসের সভাপতিত্ব করছে ভারত। সেই সূত্রেই একাধিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে সাও সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিভাগের প্রতিনিধি তেবোগো মাকোমা এই অংশীদারিত্বের কৌশলগত গুরুত্বের উপর জোর দেন।

তিনি বলেন, "ব্রিকসের অধীনে আমাদের ১৩টি ওয়ার্কিং গ্রুপ রয়েছে। ভারতের সভাপতিত্বের সময় আমরা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও সহযোগিতা চালিয়ে যাব।"তিনি আরও জানান, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সহযোগিতা শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ নয়। অ্যান্টার্কটিকা, জেনেভা ও ফ্রান্স-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্রকল্পেও দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করছে।

চন্দ্রনাথ রথ খুনকাণ্ডে নতুন তথ্য, দুষ্কৃতীদের গাড়ি আনা হয়েছিল ঝাড়খণ্ড থেকে: পুলিশ

কলকাতা, ১০ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথ খুনকাণ্ডের তদন্তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। তদন্তকারীদের দাবি, খুনে ব্যবহৃত গাড়িটি ঝাড়খণ্ড থেকে আনা হয়েছিল এবং সেই গাড়ি থেকেই অনলাইনে টাকা পাঠানো হয়েছিল। রবিবার এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই সূত্র ধরেই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

ঘটনার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে। এই দলে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ), সিআইডি এবং গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরাও রয়েছেন।

অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্তকারী দলের প্রতিনিধিরা উত্তরপ্রদেশেও গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের আশা, বিভিন্ন সূত্র মিলিয়ে খুব দ্রুতই খুনিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

পুলিশ বালি টোল প্লাজার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে এবং সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি ইউপিআই মারফত টাকা লেনদেন হওয়ায় সেখান থেকেও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই খুনকাণ্ডে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

রবিবার পশ্চিম থানার পুলিশ চুরি যাওয়া মোবাইল তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় পোষ্য বিজ্ঞান বলছে

পোষ্যের সান্নিধ্য কি সত্যিই আমাদের শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে? বিজ্ঞান বলছে, শৈশব থেকে পশুপাখির সঙ্গে বেড়ে উঠলে অ্যালার্জি ও অ্যাজমার ঝুঁকি অনেকটাই কমে। ঘরে প্রিয় কোনও পোষ্য থাকলে কেবল মন ভালো থাকে না, এটি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও শক্তিশালী করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পোষ্যের সান্নিধ্য মানুষের শরীরে অ্যালার্জি ও একজিমার মতো রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটি এক দারুণ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। আমেরিকার ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাদামাটা জীবনযাত্রা থেকে এই বিষয়ে এক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা আধুনিক প্রযুক্তি এড়িয়ে আজও প্রাচীন কায়দায় গবাদি পশুর সঙ্গে খুব কাছাকাছি বসবাস করেন। দেখা গিয়েছে, আধুনিক বিশ্বের হাঁপানি বা অ্যালার্জির মতো রোগ এই সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে।

গবেষকরা দেখেছেন, শৈশব থেকেই যারা খামারের পশুদের সঙ্গে বড় হয়, তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। পছন্দের পোষ্যের সঙ্গে থাকার ফলে শিশুরা অজান্তেই এমন কিছু অণুজীবের সংস্পর্শে আসে যা তাদের শরীরকে ভেতর থেকে সুরক্ষিত রাখে। আধুনিক যন্ত্রনির্ভর জীবনের চেয়ে এই আদিম জীবনযাত্রাই তাদের সুস্থ রাখছে।

শরীরের রোগ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে "টি কোষ" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব শিশু পোষ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করে, তাদের শরীরে এই কোষগুলো অনেক বেশি কার্যকর থাকে। গৃহপালিত প্রাণীদের দেহ থেকে আসা ধূলিকণা ও ব্যাকটেরিয়া শিশুদের শরীরকে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়

পরিবারে পোষ্যের সংখ্যা যত বেশি হয়, শিশুদের অ্যালার্জির ঝুঁকিও ঠিক ততটাই কমে আসে। একে বিজ্ঞানীরা 'মিনি-ফার্ম এফেক্ট' বলে ডাকেন। পরিসংখ্যান বলছে, বাড়িতে অন্তত একটি কুকুরের মতো পোষ্যের সঙ্গে বড় হওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১৩ শতাংশ কমে গিয়েছে।

ত্বকের সমস্যা যেমন একজিমা প্রতিরোধেও পোষ্য কুকুর দারুণ কার্যকরী হতে পারে। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কুকুরের শরীর থেকে আসা কিছু বিশেষ আণবিক সংকেত মানুষের ত্বকের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তবে যাদের আগে থেকেই চর্মরোগ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নতুন করে পোষ্য আনার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

মানুষের শরীর হাজার বছর ধরে বিভিন্ন প্রাণীর সঙ্গে বাস করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আধুনিক পরিবেশে আমরা সেই পুরোনো উপকারী জীবাণুগুলো হারিয়ে ফেলছেন অনেকেই, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বাড়িতে পোষ্য থাকলে মূলত সেই হারিয়ে যাওয়া 'প্রাচীন মাইক্রোব' বা অণুজীবগুলো পুনরায় শরীরে ফিরে আসার সুযোগ পায়। বাড়িতে একটি পোষ্য থাকলে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম ও হাঁটাচলার অভ্যাসও অনেকটা বেড়ে যায়। এর ফলে মানুষ বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আরও বেশি করে মিশতে পারে এবং মাটির উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে। তাই সব মিলিয়ে একটি পোষ্য আপনার ও আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

স্ক্রিনের নেশা কাড়ছে রাতের ঘুম

অবিরাম স্ক্রল কি আমাদের অজান্তেই মানসিকভাবে নিঃস্ব করে দিচ্ছে? চিকিৎসকরা একেই বলছেন 'ডিজিটাল ক্লান্তি' বা 'ডিজিটাল ফ্যাটিগ'। ডিজিটাল আসক্তি ও ক্লান্তি কাটিয়ে জীবনকে সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ করার ছয়টি কার্যকরী উপায় জেনে নিন

সকালবেলা চোখের পাতা খোলার আগেই হাতটা অজান্তেই বালিশের পাশে রাখা স্মার্টফোনটা খুঁজে বেড়ায়। তারপর শুরু হয় ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপের নোটিফিকেশনের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া। অফিসের কাজ হোক বা অবসরের বিনোদন- অনেকেরই দিন এখন শুরু হয় স্ক্রিনে, শেষও হয় স্ক্রিনেই। কিন্তু এই অবিরাম স্ক্রল কি আমাদের অজান্তেই মানসিকভাবে নিঃস্ব করে দিচ্ছে? চিকিৎসকরা একেই বলছেন 'ডিজিটাল ক্লান্তি' বা 'ডিজিটাল ফ্যাটিগ'। দিনভর অস্থিরতা, কাজে অনীহা আর চোখ-মাথার যন্ত্রণা এখন ঘরে ঘরে। এই ডিজিটাল মরণফাঁদ থেকে মুক্তির পথ ঠিক কী? প্রযুক্তিকে জীবন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব নয়, তবে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। শরীর ও মনকে সতেজ রাখতে কয়েকটি সহজ অভ্যাস বদলে দিতে পারে আপনার জীবন: ১) ঘুম থেকে উঠেই

নীল আলোর স্ক্রিনে চোখ রাখা মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। দিনের প্রথম এক ঘণ্টা ফোন থেকে দূরে থাকুন। জানালার বাইরে আকাশ দেখা, একটু হাঁটাহাঁটি বা এক কাপ চা নিজেকে সময় দিন। এতে সারা দিনের কাজের শক্তি পাওয়া যায়। ২) একটানা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকলে 'কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম' হতে পারে। তাই প্রতি আধা ঘণ্টা অন্তর স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে অন্তত ২০ ফুট দূরের কোনো বস্তুর দিকে তাকান। এতে চোখের পেশি আরাম পায়। ৩) সারাদিন ফোনের টুংটাং শব্দ মনোযোগের বারোটা বাজিয়ে দেয়। অপ্রয়োজনীয় অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ করে রাখুন। ফোন যেন আপনাকে নিয়ন্ত্রণ না করে, বরং আপনি ফোনকে নিয়ন্ত্রণ করুন। ৪)বিছানায় শোবার অন্তত এক ঘণ্টা আগে ফোন দূরে সরিয়ে রাখুন।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফোনের ব্লু-লাইট মেলাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে দেয়, যার ফলে ঘুমের দফারফা হয়। এর বদলে একটা ভালো বই পড়ার অভ্যাস করুন। ৫) সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক-কমেন্টের চেয়ে সামনে বসে থাকা বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা বা পরিবারের মানুষের সঙ্গে কথা বলা অনেক বেশি মানসিক প্রশান্তি দেয়। দিনশেষে মানুষ মানুষেরই সঙ্গ চায়, যন্ত্রের নয়। ৬) খাওয়ার সময় মোবাইল ব্যবহারের অভ্যাস হজমের সমস্যা তৈরি করতে পারে এবং পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায়। তাই খাবার সময় ডিজিটাল ডিভাইসকে সম্পূর্ণ 'না' বলুন। আধুনিক যুগে প্রযুক্তি প্রয়োজন, কিন্তু তা যেন নেশা না হয়ে দাঁড়ায়। জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে আজ থেকেই এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো নিতে শুরু করুন।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মানুষের বাহ্যিক আচরণ সব সময় সত্যি কথা বলে না

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মানুষের বাহ্যিক আচরণ সব সময় সত্যি কথা বলে না। কখনও অতিরিক্ত হাসি আড়াল করে একাকীত্ব, আবার কখনও মেজাজের আড়ালে লুকানো থাকে গভীর ক্ষত। মনোবিজ্ঞানের নিরিখে চিনে নিন মানুষের মনের আসল খবর।

অনেকেই সময় পেলেই ঘুমতে যেতে পছন্দ করেন। বাইরে থেকে একে আলস্য বা সুখের জীবন মনে হলেও মনোবিজ্ঞান বলছে অন্য কথা। মূলত মনের গভীর কোনও বিষাদ বা একাকীত্ব আড়াল করতেই মানুষ ঘুমের আশ্রয় নেয় বেশি।

কথায় কথায় যারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন কিংবা সারাক্ষণ মশকরায় মেতে থাকেন, তাঁরাই আসলে সবচেয়ে একা। মনের গভীরে জমে থাকা অব্যক্ত কথাগুলো চাপা দিতেই এরা হাসির একটা উজ্জ্বল মুখোশ পরে থাকেন সবার সামনে। কেউ না চাইতেই যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তাঁরা আসলে ভেতরে ভেতরে ভীষণ একা। অন্যের প্রয়োজনে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরা আসলে নিজের জন্যেও একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী বা আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন।

যাঁরা অপ্রয়োজনেও বারবার মিথ্যে বলেন, তাঁরা আসলে মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। প্রিয়জন বা কাছের মানুষকে হারিয়ে ফেলার ভয় থেকেই মূলত তাঁরা মিথ্যে কথা বলে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। খুব সামান্য আঘাতেই যাঁদের চোখ ভিজে যায়, তাঁরা আদতে অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ হন। এঁদের মনে কোনও জটিলতা থাকে না, তবে ছোটখাটো মানসিক আঘাতও এঁদের খুব সহজে ভেঙে দিতে পারে। অনেকে ভীষণ জেদি বা রুক্ষ স্বভাবের হন এবং কটু কথা বলতে দ্বিধা করেন না। আসলে তাঁদের মনটা ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত। নিজের ভিতরের যন্ত্রণা ও দুর্বলতা বাইরের পৃথিবীর কাছে আড়াল করতেই তাঁরা কঠোর হওয়ার এই বর্ম পরে থাকেন।

আটা মাখা বা বেলার ঝক্কি ছাড়াই তৈরি হবে নরম তুলতুলে রুটি

আটা মাখা বা বেলার ঝক্কি ছাড়াই এবার তৈরি হবে নরম তুলতুলে রুটি। ব্যস্ত জীবনে সময় বাঁচাতে লিকুইড ডো বা গোলা রুটির এই বিশেষ কৌশলটি ট্রাই করে দেখুন। ঘরোয়া উপাদানেই মিলবে দোকানের মতো পারফেক্ট স্বাদ ও গঠন।

আজকের ব্যস্ত জীবনে আটা মাখা আর রুটি বেলা অনেকের কাছেই বড় ঝক্কির কাজ। বিশেষ করে যারা নতুন রাঁধুনি, তাদের জন্য গোল ও নরম রুটি বানানো বেশ কঠিন। তবে এখন এক বিশেষ কৌশলে এই সব ঝামেলা এড়িয়েই রুটি তৈরি করা সম্ভব।

এই পদ্ধতিতে রুটি তৈরির জন্য কোনও শক্ত মণ্ড বা ডো তৈরির প্রয়োজন নেই। প্রথমে একটি বড় পাত্রে এক কাপ গমের আটা নিয়ে নিন। সঙ্গে স্বাদমতো লবণ এবং রুটির গঠন ভালো করতে সামান্য বেসন মিশিয়ে নিতে পারেন।

আটার মিশ্রণে এক চা চামচ সাদা তেল দিন, এতে রুটি অনেকক্ষণ নরম থাকবে। এবার ধীরে ধীরে জল মিশিয়ে একটি মসৃণ ব্যাটার বা ঘোল তৈরি করে নিন। খেয়াল রাখবেন, ব্যাটারটি যেন খুব বেশি পাতলা বা খুব বেশি ঘন না হয়ে যায়।

রুটি যাতে ফেটে না যায়, তাই ব্যাটারটি যেন সম্পূর্ণ মসৃণ হয় এবং তাতে কোনও দলা না থাকে। ভালো করে মেশানো হয়ে গেলে মিশ্রণটি ঢাকা দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এতে আটা জল শুষে নিয়ে আরও নমনীয় হয়ে উঠবে। গ্যাসের আঁচে তাওয়া বসিয়ে মাঝারি উত্তাপে গরম করে নিতে হবে। মনে রাখবেন, তাওয়া খুব বেশি গরম হলে রুটির ওপরের অংশ পুড়ে যাবে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে। হালকা গরম তাওয়াই এই রুটির জন্য একদম আদর্শ।

একটি হাতার সাহায্যে কিছুটা মিশ্রণ তাওয়ার মাঝখানে ঢেলে দিন এবং আলতো করে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে দিন। যখন দেখবেন রুটির উপরের দিকটা শুকিয়ে আসছে এবং ধারগুলো আলগা হয়ে ফুলে উঠছে, তখন সাবধানে উল্টে দিন।

রুটির দুই পাশ হালকা সোনালি রঙ ধরলে সরাসরি গ্যাসের শিখায় চিমটে দিয়ে সেঁকে নিতে পারেন। দেখবেন, সাধারণ রুটির মতোই এটি বেলুনের মতো টসটস করে ফুলে উঠছে। এই পদ্ধতিটিই আপনার রুটিকে দেবে এক অনন্য স্বাদ। এভাবে তৈরি রুটি সাধারণ রুটির চেয়েও অনেক বেশি সময় পর্যন্ত নরম ও তুলতুলে থাকে। সকালে অফিসের তাড়াহুড়ো হোক বা ডিনারের মেনু-কোনও পরিশ্রম ছাড়াই এবার পাতে পড়বে গরম গরম ফুলকো রুটি। ট্রাই করে দেখুন আজই! যাঁরা খুব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না বা আড্ডার মাঝেও নীরব থাকতে পছন্দ করেন, তাঁরা মানসিকভাবে ভীষণ দৃঢ়। তাঁরা নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানেন এবং বাইরের কোলাহলের চেয়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আপনার ছোট-ছোট ভালোলাগা বা অভ্যাসের খবর যাঁরা খুঁটিয়ে রাখেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে সাধারণের চেয়ে একটু বেশিই ভালোবাসেন। এটি সবসময় প্রেম না হলেও, বন্ধু হিসেবে আপনার প্রতি তাঁদের টান ও গুরুত্ব থাকে সবার উপরে।

ওষুধের থেকেও দেবে বেশি উপকার : যোগা

আর্থাইটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। বয়স ৩০ ছুঁতেই এখন অনেকের শরীরে আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা যায়। আসলে যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। এর জন্য ব্যথার ওষুধ থাকলেও অনেক সময় তাতেও আরাম পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্যথার অন্যতম কারণ হল ফিট না থাকা। ফলে নিয়মিত ব্যায়াম করলে এই ব্যথা এড়ানো যায়। এমনকি নিয়মিত ব্যায়াম করলে দীর্ঘদিনের ব্যথা কমেও যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যায়াম শুধু গাঁটের ব্যথা কমায় না, পেটের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। কোনও রোগ না থাকলেও অনেকে হজমের গন্ডগোলে ভোগেন। ব্যায়ামের ফলে সেই সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। ক্রনিক রোগ কিছু নির্দিষ্ট অভ্যাসের কারণে হয়। যোগ ব্যায়াম করলে সেই ক্রনিক রোগও সহজে কাবু করতে পারে না। এক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি যোগাই দেবে আরাম। দেখে নিন আর্থাইটিসের ব্যথা কমাতে নিয়মিত কোন যোগাসনগুলি করবেন।

ত্রিকোণাসন-ঃ ত্রিকোণাসন যোগা করার জন্য প্রথমে দু'টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হাত দু'টি দু'পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু'টি ভাঙা চলবে না। এ ভাবে দশ অবধি গুনুন। এ বার দু'টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন।

ট্রায়াঙ্গল পোজ -ঃ ট্রায়াঙ্গল পোজ আর্থাইটিসের ব্যথা কমায়। এই ব্যায়ামের দুপা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক

হাত দিয়ে এক পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হয়। এই সময় অন্য হাতটি সোজা উপরের দিকে তাক করা থাকে। ট্রায়াঙ্গল পোজ কোমর ও নিতম্ব অংশের ব্যথা সারাতে সাহায্য করে। এছাড়া মেরুদন্ডও মজবুত করে।

পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা --- পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা করতে সবার প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাত মাথার দু'পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু'টি এক সঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু'পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক উরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন।

ওয়ারিয়র টু পোজ ঃ- এই পোজে এক পা সামনে একটি পদক্ষেপের মতো এগিয়ে দিতে হয়। পিছনের পা যতটা সম্ভব পিছনে রেখে এক হাত সামনের দিকে ও আরেক হাত পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। এই ব্যায়াম পেটের অঙ্গগুলোকে ভালো রাখে। পাশাপাশি শরীরের ভারসাম্যও সুষ্ঠু রাখে।

শলভাসন ঃ- শলভাসন করার জন্য উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার আপনার থুতনি মাটিতে স্পর্শ করান। পা দু'টি টানটান করে গোড়ালি দু'টিকে স্পর্শ করান। হাতের পাতা উল্টো করে ঊরুর নীচে রাখুন। এ বার প্রথমে বাঁ পা সোজা করে সামান্য উপরের দিকে তুলে ৫ অবধি গুনুন এবং নামিয়ে নিন। একই ভাবে ডান পা-টি উপরের দিকে তুলে নামিয়ে আনুন। এ বার দু'টি পা একসঙ্গে উপরের দিকে তুলুন। দশ অবধি গুনে পা দু'টি নীচে নামিয়ে আনুন। পর পর ৩ বার আসনটি করুন। স্নায়ু এবং মাংসপেশিকে সচল রাখতে সাহায্য করে এই আসন।

ব্রিজ পোজ ঃ- ব্রিজ পোজে মাটিতে শুয়ে পা ভাঁজ করে পেটের অংশ উপরের দিকে ওঠাতে হয়। এই অবস্থায় দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হবে। এই পোজে ঘাড়, গলা, হাঁটু ও বুকের পেশি শক্ত হয়। পাশাপাশি এই অঙ্গগুলোর ব্যথাও কমে।

প্রসঙ্গত,যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। আর্থাইটিসের ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ তো রয়েছেই। তবে নিয়মমাফিক জীবনযাপন করাটাও অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা দিলেই খাওয়াদাওয়ায় আনতে হবে বদল। বাইরের তেল-মশলাদার খাবার একেবারেই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও সমান জরুরি। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, আর্থাইটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে শরীরচর্চা করা খুব দরকার।

শরীরচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ের ভুল প্রত্যাশা

ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েই দ্রুত ফল পাওয়ার আশা করা ভুল। ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যায়াম করতে হবে। হয়ে গেলেন ব্যায়ামাগারের সদস্য। প্রথম দিন থেকেই সুঠাম দেহের স্বপ্ন নিয়ে শরীরের ওপর অতিরিক্ত ধকল দিলেন। কিন্তু একসময়ে দেখলেন তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে হতাশা, একসময় ব্যায়ামাগারে যাওয়ার আর সময় হয়না। নতুন ব্যায়ামাগারে যোগ দেওয়া সিংহভাগ মানুষের সঙ্গে এই কথাগুলো মিলে যাবে। ভাবছেন ভুল কোথায় হল?

শরীরচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল সেই ব্যাপারেই। শুরুতেই ভারোত্তলন: ব্যায়ামাগার শুনলেই মানুষের চোখে ভাসে বিশাল যন্ত্রে ভারি ওজন নিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যায়াম করতে থাকা পেশিবহুল মানুষ। ফলে ভর্তি হয়ে আপনার মন পড়ে থাকে একপাশে সাজিয়ে রাখা 'ডাম্বেল'গুলোর দিকে। আর আপনি যখন সামান্য বুকডন কিংবা দড়িলাফ দিচ্ছেন তখন আশপাশের পেশিবহুল সদস্যরা ভারোত্তলন নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। তা দেখে যেন জেদ চেপে বসে। একদিন প্রশিক্ষকের দেওয়া রুটিন ছেড়ে আপনি ডাম্বেল ধরেই ফেলেন। ওজন তুললেই আপনার দুদিনের মধ্যেই যেন আপনার বিশাল পেশি হবে।

ভুলটা এখানেই। শরীরচর্চা শুরুর প্রাথমিক দিনগুলোতে

আপনাকে 'কার্ডিও', 'ফ্রি হ্যান্ড' ইত্যাদি ব্যায়াম করে আগে শরীরের ভিত্তি গড়তে হবে। আর ওজন নিয়ে ব্যায়াম করার সঠিক পদ্ধতি 'পশ্চার' না জানলে শুধু ভারোত্তলন কোনো উপকারে আসবে না, বরং আঘাত পেতে পারেন। ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে: ব্যায়ামাগারে সকল সদস্যের একটা নির্দিষ্ট রুটিন আছে। সেই রুটিনের বাইরের বেশি ব্যায়াম করলেই দ্রুত শরীর গড়ে উঠবে এমনটা ভাবা আরেকটি ভুল ধারণা। এমনকি রুটিনের সবটুকু ব্যায়াম প্রথম দিন থেকে করতেও নিষেধ করেন অনেক প্রশিক্ষক। তাই যে রুটিন দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে। যে সপ্তাহে পুরো রুটিন সহজেই শেষ করে ফেলতে পারবেন, তখন প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে রুটিন পরিবর্তন নিয়ে। এভাবেই ধাপে ধাপে শরীর গঠনের দিকে এগোতে হবে ক্রমান্বয়ে। খাদ্যাভ্যাস আর ওজনের দিকে নজর না দেওয়া: শুধু ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্তণ কিংবা সুঠাম দেহ কোনোটাই পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। ব্যায়ামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রতিদিন। শুরুতে এই ভুলটা অনেকেই করেন। প্রচুর ব্যায়াম করেন ঠিক। কিন্তু যে খাদ্যাভ্যাসের কারণে আপনার ওজন বেড়েছে সেটাই পরিবর্তন করা হয় না। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন কী খাচ্ছেন, কতটুকু ক্যালরি গ্রহন করছেন তার তালিকা রাখা জরুরি। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে আনার পরও সেই তালিকা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই নিজের শারীরিক উন্নতির হিসেবটা করতে পারবেন। দ্রুত ফল আশা করা: ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়ে তা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবত সবচাইতে বড় কারণ এটাই। প্রথম সপ্তাহ থেকেই আপনি আশা করছেন আর মাত্র কদিন, তারপরই দেখা দেবে টগবগে পেশি। শরীর গঠন একটা দীর্ঘ অধ্যাবসায়, যেখানে আছে বিভিন্ন চড়াই উতরাই। শরীরের ধরন ভেদে নুন্যতম ব্যায়ামের ফলাফল দেখতে হলে কমপক্ষে তিন মাস ব্যায়াম চালিয়ে যেতে হবে নিয়মিত। তাই অবাস্তব স্বপ্ন না বুনে প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিন, সেই মাফিক কাজ করুন, মনবল রাখুন দৃঢ়।

রবিবার আগরতলায় রাষ্ট্রবাদি শিক্ষক সংঘের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

তৃণমূলের শুরু করা প্রকল্প চালু রাখার আর্জি নতুন বিরোধী দলনেতা শোভনদেবের

কলকাতা, ১০ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত হওয়ার একদিন পর রবিবার প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের নবগঠিত বিজেপি সরকারের কাছে আগের সরকারের চালু করা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাওয়ার আর্জি জানালেন।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কলকাতাকে 'মিনি ইন্ডিয়া' বলা হয়, তাই জাতি, ধর্ম বা শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করা উচিত।

তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার চলছে, তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। গরিব মানুষের উপর এই অত্যাচার হচ্ছে, এগুলো বন্ধ হোক। সরকারের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমার আবেদন।"

শোভনদেব আরও বলেন, "কলকাতাকে 'মিনি ইন্ডিয়া' বলা হয়, কারণ এখানে সব জাতি ও ধর্মের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করেন। গোটা বাংলাতেই একই চিত্র। প্রত্যেককে দেশের নাগরিক হিসেবে একই চোখে দেখতে হবে।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন, কেউ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান বা শিখ কিংবা উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণ এই ভিত্তিতে বিচার করা উচিত নয়। তাঁর কথায়, "সবাইকে সমানভাবে দেখতে হবে, তাহলেই গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।"

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র শপথগ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "তিনি সংবিধান মেনে চলার শপথ নিয়েছেন। সব মন্ত্রীকেই এই শপথ নিতে হয়। সংবিধানে যা বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত।"

তৃণমূল আমলে চালু হওয়া বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বর্তমানে মানুষ যে সব সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন, তা যেন বন্ধ না করা হয়। সরকারের দেওয়া সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া না হয়, এটাই আমার আবেদন।"

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, "আজ আমাদের এই পরিস্থিতিরও মোকাবিলা করতে হবে। এর আগেও ১৯৯১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আমি বিরোধী শিবিরে ছিলাম।"

রাজ্যে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শোভনদেব বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর আমার কোনও আস্থা নেই। নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি তারা কীভাবে কাজ করেছে।"

উল্লেখ্য, নতুন বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম-কে চিফ হুইপ এবং অসীমা পাত্র ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপুটি লিডার অফ অপোজিশন হিসেবে নিয়োগ করেছে।

দিল্লিতে অবৈধ বিদেশি সিগারেট চক্রের পর্দাফাঁস, ১৫ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ সিগারেট বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি, ১০ মে (আইএএনএস): দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ রাজধানীর চাওড়ি বাজার এলাকা থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ জানিয়েছে।

বাজেয়াপ্ত হওয়া সিগারেটের মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড যেমন 'এসে লাইট হোয়াইট'', ''এসে লাইট গোল্ড'' এবং ''মন্ড'।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সিগারেটের প্যাকেটগুলিতে ভারতীয় আইনে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বার্তা ছিল না, ফলে এগুলি দেশে বিক্রি ও বিতরণ সম্পূর্ণ বেআইনি।

দিল্লি পুলিশের দাবি, ৬ মে ক্রাইম ব্রাঞ্চের আইএসসি ইউনিটের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য আসে যে, দিল্লির চাওড়ি বাজার এলাকার নয়া বাঁস রোডে অবৈধভাবে বিদেশি সিগারেট মজুত করে পাইকারি ব্যবসা চালানো হচ্ছে।

এরপর ইন্সপেক্টর কমল কুমার যাদবের নেতৃত্বে এবং এসিপি রমেশ লাম্বার তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ অভিযানকারী দল গঠন করা হয়। দলে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর আশিস শর্মা ও গুলাব সিং, এএসআই শৈলেন্দ্র সিং ও জাফরউদ্দিন-সহ একাধিক পুলিশকর্মী।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, মোহাম্মদ তৌসিফ নামে এক ব্যক্তি নয়া বাঁস রোডের একটি দোকান এবং ফতেপুরির মসজিদ তবর খান ওয়ালির কাছে একটি গুদামে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট মজুত রেখেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নজরদারির পর দুই জায়গায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। গুদামে অভিযান চালিয়ে বিহারের দরভাঙ্গার বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সি জুনেইদ আহমেদকে আটক করা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের মোট ৭৩,৮৪০টি নিষিদ্ধ বিদেশি সিগারেট উদ্ধার হয়।

অন্যদিকে নয়া বাঁস রোডের দোকানে অভিযান চালিয়ে ৪৪ বছর বয়সি মোহাম্মদ তৌসিফকে গ্রেফতার করা হয়। শাহদরার গগন বিহারের বাসিন্দা তৌসিফের দোকান থেকে আরও ৮০,০০০ নিষিদ্ধ সিগারেট উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কোনও সিগারেটের প্যাকেটেই 'সিগারেটস অ্যান্ড আদার টোব্যাকো প্রোডাক্টস অ্যাক্ট' অনুযায়ী বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ ছিল না। ফলে সেগুলি ভারতীয় আইন অনুযায়ী অবৈধ।

সব মিলিয়ে অভিযানে মোট ১,৫৩,৮৪০টি নিষিদ্ধ বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ঘটনার পর ক্রাইম ব্রাঞ্চ থানায় সিওটিপিএ আইনের ৭ ও ২০ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জেরায় মোহাম্মদ তৌসিফ পুলিশকে জানিয়েছে, অগ্রিম টাকা নিয়ে থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও চিন থেকে এই বিদেশি সিগারেট অবৈধভাবে আমদানি করা হত। পরে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে সেগুলি সরবরাহ করা হত।

তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, জুনেইদ আহমেদ তৌসিফের কর্মচারী হিসেবে গুদাম থেকে সিগারেট মজুত ও সরবরাহের কাজ দেখত।

গত ১০ বছরে দেশের নতুন পরিচয় তৈরি হয়েছে: শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর

বেঙ্গালুরু, ১০ মে (আইএএনএস): গত এক দশকে দেশে "অভূতপূর্ব ও রূপান্তরমূলক পরিবর্তন" এসেছে বলে মন্তব্য করলেন শ্রী শ্রী রবি শঙ্কর। রবিবার বেঙ্গালুরুতে ধ্যান মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই পরিবর্তনের ফলে দেশের নতুন পরিচয় গড়ে উঠেছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। এর কৃতিত্ব তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে দেন।

আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন-এর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে নবনির্মিত ধ্যান মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আধ্যাত্মিক গুরু বলেন, "স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে লাল সন্ত্রাস নির্মূল সব ক্ষেত্রেই দেশ নতুন পরিচয় পেয়েছে। বিশ্ব উন্নয়ন সূচকে ভারতের অবস্থান যেমন মজবুত হয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রারও উন্নতি হয়েছে। আজ দেশ আরও পরিষ্কার, সুন্দর, নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ।"

তিনি আরও বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি শক্তিগুলি ভারতকে নিয়ে হাসাহাসি করত এবং মনে করত, এ ধরনের প্রজন্মগত পরিবর্তন এখানে কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু আজ ভারত এমন একটি দেশে পরিণত হয়েছে, যে দেশ নেওয়ার বদলে দেওয়ায় বিশ্বাস করে।"

উল্লেখ্য, আর্ট অফ লিভিং সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তি এবং শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার বেঙ্গালুরুতে ধ্যান মন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। অনুষ্ঠানে বহু আধ্যাত্মিক নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্যও মোদি সরকারের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, "বহু বছর ধরে শ্রীরাম অযোধ্যায় একটি অস্থায়ী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আপনি সমস্ত বাধা দূর করে একটি বিশাল মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। মন্দিরের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ ও কারুকার্যের দিকে নজর দিয়ে ভারতকে এক অসাধারণ রাম মন্দির উপহার দিয়েছেন।"

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি আরও বলেন, "আপনি ভারতমাতার এক মহান সন্তান এবং সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। কোটি কোটি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার প্রভাব পড়েছে। বিশ্বমঞ্চে আপনি 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর ভাবনাকে জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন এবং ভারতকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।"

এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি শ্রী শ্রী রবিশঙ্করকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান এবং ভবিষ্যতে তাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপনেও যোগ দেওয়ার আশা প্রকাশ করেন।

মোদি বলেন, "আজ গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের ৭০তম জন্মদিন। যখন তাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপন হবে, তখনও আমি আবার এখানে আসব।"

সাম্প্রতিক নির্বাচনী জয় ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস গড়বে: বেঙ্গালুরুতে প্রধানমন্ত্রী মোদি

বেঙ্গালুরু, ১০ মে (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার বলেছেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনী জয়গুলি ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তিনি দাবি করেন, দেশের মানুষ ধাপে ধাপে বিজেপির জাতীয় নীতির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

বেঙ্গালুরুর এইচএএল বিমানবন্দরের কাছে কর্ণাটক বিজেপি আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সমগ্র দেশ বিজেপির জাতীয় নীতির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগোচ্ছে। এই জয়গুলি ভারতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ ও দিকনির্দেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি বলেন, "আমি এমন এক সময় বেঙ্গালুরুতে এসেছি যখন দেশজুড়ে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা চলছে। পুদুচেরিতে এনডিএ টানা দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করেছে এবং অসমে তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের মতো মানুষ বিজেপিকে বিপুল সমর্থন দিয়েছে। এছাড়া, সম্প্রতি গুজরাটের পঞ্চায়েত ও স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে বিজেপি অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এই ফলাফলগুলি নতুন ইতিহাস তৈরি করবে। দেশের যুবসমাজ, কৃষক, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং সমাজের সব শ্রেণির মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন এই নির্বাচনী ফল।"

তিনি দাবি করেন, "বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার পরিবেশের মধ্যে ভারতবাসী স্থিতিশীলতার বার্তা দিচ্ছেন। মানুষ এখন কেলেঙ্কারি নয়, গতি ও সমাধান চায়। তারা জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাজনীতি চায়।"

নরেন্দ্র মোদী বলেন, "কর্ণাটক সবসময় বিজেপির শক্তির উৎস। এক সময় যখন বিজেপি বড় রাজনৈতিক শক্তি ছিল না, তখনও কর্ণাটক দলকে শক্ত ভিত দিয়েছিল। আজ অন্ধ্রপ্রদেশে এনডিএ সরকার রয়েছে। লোকসভায় বিজেপির প্রতিনিধিত্বও সর্বাধিক।"

তিনি আরও বলেন, "তেলেঙ্গানায় বিজেপি এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। পুদুচেরিতেও বিজেপি-এনডিএ সরকার গঠনের পথে। ১০ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মাত্র তিনজন বিধায়ক ছিল, আর আজ সেই সংখ্যা ২০০-র বেশি।"

কেরল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আগে আমাদের মাত্র একটি আসন ছিল, এখন তা বেড়ে তিন হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে দলের ভোটের হার ক্রমশ বাড়ছে এবং একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমাও অতিক্রম করবে।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ১২ বছর ধরে কেন্দ্রে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে এবং বর্তমানে ২১টিরও বেশি রাজ্য ও অঞ্চলে বিজেপি বা এনডিএ সরকার রয়েছে। "রাজ্যগুলির উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করার মন্ত্র নিয়ে আমরা কাজ করছি," বলেন তিনি।

একই সঙ্গে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, "প্রায় ৪০ বছর আগে কংগ্রেসের ৪০০-র বেশি আসন ছিল। কিন্তু গত তিনটি লোকসভা নির্বাচনে তারা ১০০ আসনের কাছেও পৌঁছতে পারেনি। তবুও তাদের অহংকার এতটাই বেশি যে নিজেদের পরাজয়ের জন্য গোটা বিশ্বকে দোষারোপ করে।"

বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সহকারী চন্দ্রনাথ রথ খুনে ৭২ ঘণ্টা পরও অধরা দুষ্কৃতীরা

কলকাতা, ১০ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদের পালানোর রুট চিহ্নিত করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, মধ্যমগ্রামের দোহরিয়া-মাঠপাড়া সংলগ্ন যে রাস্তা দিয়ে হামলাকারীরা পালিয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে, সেই এলাকার বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরা দীর্ঘদিন ধরেই অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের দোহরিয়া এলাকায় চন্দ্রনাথ রথ-এর গাড়ি মাঝরাস্তায় আটকে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। হামলার পর মোটরবাইকে চেপে একটি গলি রাস্তা ধরে পেয়ারা বাগানের দিকে পালিয়ে যায় তারা। সেই রুটে তল্লাশি চালানো হলেও কার্যকর সিসিটিভি না থাকায় তদন্তে বড় বাধা তৈরি হয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, এলাকার বহু সিসিটিভি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ। আবার কিছু ক্যামেরা আলোর খুঁটিতে এমনভাবে লাগানো ছিল যে সেগুলি থেকে স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়নি। ফলে হামলাকারীদের গতিবিধির পরিষ্কার ফুটেজ মেলেনি। রাস্তার ধারের দোকানগুলির ক্যামেরাও কোনও সূত্র দিতে পারেনি, কারণ ঘটনার সময় অধিকাংশ দোকান বন্ধ ছিল।

তদন্তকারী দলের একাংশের অনুমান, পরিকল্পনা করেই অন্ধকার নামার পর হামলা চালানো হয়েছিল যাতে বাইকে পালানোর সময় দুষ্কৃতীদের মুখ বা গাড়ির নম্বর স্পষ্টভাবে ধরা না পড়ে। এদিকে, তদন্তে নতুন রহস্য হিসেবে উঠে এসেছে একটি লাল রঙের গাড়ির উপস্থিতি। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, বিরাটি মোড় থেকে যশোর রোড হয়ে দোহরিয়া এলাকায় ঢোকার সময় পর্যন্ত গাড়িটি চন্দ্রনাথ রথ-এর স্করপিও গাড়ির পিছু নিয়েছিল। তদন্তকারীদের সন্দেহ, শুরু থেকেই গাড়িটি রথকে অনুসরণ করছিল। সেই গাড়ির খোঁজে জোর তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনাটি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে।

'রাজ্যের কোষাগার খালি নয়', বিজয়ের মন্তব্যের পাল্টা স্টালিনের

চেন্নাই, ১০ মে (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়-এর মন্তব্যকে ঘিরে রবিবার রাজনৈতিক তরজা শুরু হল। ডিএমকে সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিন কড়া ভাষায় বিজয়ের বক্তব্যের জবাব দিয়ে দাবি করেন, রাজ্যের কোষাগার স্থিতিশীল রয়েছে এবং নতুন সরকার বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানোর চেষ্টা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিজয় ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর সরকার রাজ্যের আর্থিক অবস্থা নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে। এর পরেই এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্টালিন দাবি করেন, ডিএমকে সরকার কোনও "খালি কোষাগার" বা অসহনীয় ঋণের বোঝা ফেলে যায়নি।

তামিলাগা ভেত্রি কাঝাগম (টিভিকে)-এর নেতা বিজয়কে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে স্টালিন বলেন, নতুন সরকারের তাৎক্ষণিক ঘোষণাগুলিকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন। তবে চলতি বছরের বাজেটেই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।স্টালিন বলেন, "ক্ষমতায় এসেই এই দাবি করবেন না যে সরকারি কোষাগারে টাকা নেই। অর্থ রয়েছে। আসল বিষয় হল কার্যকরভাবে সরকার চালানোর সক্ষমতা ও সদিচ্ছা।"

টিভিকে প্রধানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ তুলে ডিএমকে নেতা প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যের আর্থিক অবস্থা জানা সত্ত্বেও কেন এত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, "ফেব্রুয়ারির বাজেটেই আমরা তামিলনাড়ুর আর্থিক অবস্থার স্পষ্ট চিত্র দিয়েছিলাম। মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে কি তা আপনার জানা ছিল না? ভোটারদের বিভ্রান্ত করার বা অন্যদিকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করবেন না।"স্টালিন আরও দাবি করেন, কোভিড-১৯ অতিমারি, একাধিক বন্যা পরিস্থিতি এবং কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের 'বৈষম্যমূলক মনোভাব" সত্ত্বেও তাঁর সরকার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চালিয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনী প্রচারে "বাস্তবসম্মত প্রতিশ্রুতি"-র কথা বলা বিজয়কে পরোক্ষে কটাক্ষ করে স্টালিন বলেন, প্রশাসন

হুগলির গোগাহাটে তৃণমূল নেতাকে খুনের অভিযোগ, বিজেপির বিরুদ্ধে সরব ঘাসফুল শিবির

কলকাতা, ১০ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গোগাহাটে এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরাই তাঁকে পিটিয়ে খুন করেছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল নেতার নাম সাহাদেব বাগ। তিনি গোগাহাটের নকুন্দা এলাকার কোটা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী চায়না বাগ কুন্ডা পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য।

রবিবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল পার্টি অফিসের পিছনের একটি নর্দমা থেকে সাহাদেবের দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার রাত থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি লাঠিও উদ্ধার হয়েছে।

মৃতের পরিবার দাবি করেছে, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই বিজেপি কর্মীরা সাহাদেবকে হুমকি দিচ্ছিল।

মৃতের স্ত্রী চায়না বাগ বলেন, "বিজেপি কর্মীরা ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই ওঁকে হুমকি দিচ্ছিল। ওঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের কঠোর শাস্তি চাই।"

সাহাদেবের মেয়ে আগমনী বাগের অভিযোগ, "আমার বাবা তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভোটে দল হারার পর থেকেই বিজেপি কর্মীরা আমাদের হুমকি দিচ্ছিল। ওরাই বাবাকে খুন করেছে।"

স্থানীয় তৃণমূল নেতা শশাঙ্ক ঢাক বলেন, "শনিবার বিকেল পর্যন্ত সাহাদেবকে দেখা গিয়েছিল। তারপর আর কোনও খোঁজ ছিল না। রবিবার সকালে এক মহিলা আমাদের জানান, নর্দমায় একটি দেহ পড়ে রয়েছে। প্রথমে চিনতে পারিনি। পরে বুঝতে পারি সাহাদেবকে খুন করা হয়েছে। বিজেপির লোকেরাই এই কাজ করেছে।"

অন্যদিকে, বিজেপি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা ডোলান দাস বলেন, "বিজেপি হিংসার রাজনীতি করে না। ওরা নিজেরাই এই ঘটনার জন্য দায়ী, এখন বিজেপির উপর দোষ চাপাচ্ছে। রাজ্য সভাপতি সমিক ভট্টাচার্য-র নির্দেশে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেখানে সমস্যা হয়েছে, সেখানে আমি নিজে গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেছি। পুলিশ তদন্ত করুক, দোষীদের শাস্তি হোক।"

পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অসমে তৃতীয়বার এনডিএ সরকার গঠনের পথে, বিধায়ক দলনেতা নির্বাচনে বিজেপি বৈঠক

গুয়াহাটি, ১০ মে (আইএএনএস): অসমে টানা তৃতীয়বার এনডিএ সরকার গঠনের পথে রবিবার গুয়াহাটিতে বিজেপি বিধায়ক দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বৈঠকে দলনেতা নির্বাচন করা হবে, যার মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।

গুয়াহাটির অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবন-এ নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়কদের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরপর এনডিএ বিধায়কদের যৌথ বৈঠকও হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে শাসক জোটের নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হবেন।

একইসঙ্গে ১২ মে নির্ধারিত নতুন এনডিএ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরেও জোর প্রস্তুতি চলছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

অসম বিজেপির সভাপতি দিলীপ সাইকিয়া জানান, রবিবারই রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য-র কাছে সরকার গঠনের দাবি পেশ করবে বিজেপি।

তিনি বলেন, "আজ বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত করা হবে। এরপর এনডিএ বিধায়কদের বৈঠক হবে। পরে আমরা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানাব।"

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সব প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির জাতীয় সভাপতি এবং এনডিএ-র শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন।"

বিদায়ী মন্ত্রী বিমল বোরা বলেন, "শুধু অসম বা বাংলা নয়, গোটা দেশই বিজেপি সরকার চায়। কংগ্রেসের অপশাসনে মানুষ বিরক্ত হয়ে পড়েছে। অসমের মানুষ বহু বছর ধরেই তা দেখিয়ে আসছেন, এবার বাংলার মানুষও বিজেপিকে বেছে নিয়েছেন।"

তিনি আরও জানান, "অসমে ১২৬টির মধ্যে ১০২টি আসনে আমরা জয় পেয়েছি। এটি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা।"

বিজেপির নবনির্বাচিত বিধায়ক কমলাক্ষ্যা দে পুরকায়স্থ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র নেতৃত্বে আরও একবার সরকার গঠনের পক্ষে মত দেন।

তিনি বলেন, "অসমের মানুষ চান হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আবার মুখ্যমন্ত্রী হোন। শুধু অসম নয়, গোটা দেশই তাঁকে আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায়।"

একসময় কংগ্রেসে থাকা পুরকায়স্থ তাঁর প্রাক্তন দলকেও কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, "আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম এবং তাদের এজেন্ডা দেখেছি। হিন্দুদের সমস্যা কখনও সমাধান হত না। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সবকিছু নষ্ট করার চেষ্টা চলছিল। আজ এখানে উপস্থিত থেকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শপথ গ্রহণ দেখতে পারা আমার কাছে গর্বের বিষয়।"

রাজ্যসভার সাংসদ যোগেন মোহন বলেন, "অসমের জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দের দিন। আজ এনডিএ বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হবেন।"

উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, ফলে টানা তৃতীয়বারের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের সরকার গঠনের পথ পরিষ্কার হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় অল ইন্ডিয়া কেমিস্ট এর পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করা হয়।

ভারতীয়: সাহিত্য পত্রের রবীন্দ্রসংস্কৃতি বিষয়ক সেমিনার

আগরতলা, ৯ মে শনিবার। মঠ চৌমুহনীর ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের সাহিত্যচর্চা কেন্দ্রে ত্রিপুরা সরকারের শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্য পত্র ''ভারতীয়সর উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত হল আলোচনাচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ অনুষ্ঠান ও কবিতা পাঠের আসর। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত ভাষণ দেন ভারতীয়মসাহিত্যপত্রের সম্পাদক ড. সন্দীপ দেব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. জয় কুমার দাস উনার ভাষণে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাধারণ মানুষের খুব কাছের একজন। ঠাকুরবাড়ির চারদেওয়ালে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। রাজকীয় আভিজাত্য বড় হলেও মাটির মানুষের কাছে বার বার ছুটে গেছেন। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ অনুভব করতে চেয়েছেন। তাই পল্লীউন্নয়নে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। দেশের কৃষির উন্নয়নে প্রয়াসী ছিলেন। তাই তৈরী করেন কৃষি ব্যাস্ত। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর এই মূলউদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষ কে সাবলম্বী করে তোলা। তিনি পদ্মার বো টে জানালা দিয়ে যা দেখতনতা কোনও সাধারণদৃশ্য নয়, যেন বাংলার মানুষের জীবনশৈলী। রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাসত্যই প্রাসঙ্গিক। ভারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সম্পদ দিয়ে গেছেন, তা চিরকাল আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে। তাঁর জ্ঞানের পরিধিও ছিল বিশাল। জ্ঞান রত্নাকর কবি আমাদের মুখে দিয়েছেন ভাষা, প্রাণে জাগিয়েছেন আশা, প্রেরণা দিয়েছেন নিত্য নতুন কর্মে। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। কথাকার, নাট্যকার, গীতিকার ও সুরকার। প্রতিটি একাধার তার নিপুণ তুলির টানে আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্র তাকে আকৃষ্ট করে ছিল। বেদ, বাল্যকাল থেকেই লালিত। বেদ বাসনাতন ধর্মের বৈদিক যেমন ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ ভবভূতির সৃজনশীলতায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এরপর ভারতীয়মলিটল ম্যাগাজিনের মাসিক পত্র এপ্রিল সংখ্যার প্রকাশ করেন সম্পাদকশ্রী চিন্ময় ভট্টাচার্য্য। অপর আরেকজন সম্মানিত অতিথি শ্রী মিঠুন রায় ত্রিপুরার সাথে কবিগুরুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। সভ্যতার সংকটে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকে আমাদের প্রয়োজন। তিনি নিছক কবি নন, প্রতিনিয়ত তার দর্শন আমাদের ঋদ্ধকরে। আমাদের চিন্তা ও মননের জীবন্ত উৎস ধারায় এখন ও রবীন্দ্রনাথ বিরাজমান। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন এক পথচলার আনন্দের যাত্রী। ''রবীন্দ্রসংস্কৃতি'' শীর্ষক আলোচনাচক্রটি অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী গৌতম বনিক এর ধন্যবাদ জানানোর মধ্যে শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানকে দর্শক আসনে তরুণ কবি-লেখক, প্রকাশক, সজ্জনমন্ডলির উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়

মরণফাঁদে পরিণত কলমক্ষেত হাইস্কুল সংলগ্ন সড়ক, আতঙ্কে পথচারী ও পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১১ মে : মেলাঘর কলমক্ষেত হাইস্কুলের সামনে গ্রামীণ সড়কের একটি অংশ বর্তমানে মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। পাইপলাইন সংস্কারের পর রাস্তা যথাযথভাবে মেরামত না করায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ, যানবাহন চালক এবং স্কুলপড়ুয়ারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে রাস্তার নিচ দিয়ে যাওয়া কৃষি সেচ দপ্তরের একটি বড় পাইপ ফেটে যায়। পরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে রাস্তা কেটে পাইপলাইন মেরামতের কাজ করা হয়। তবে কাজ শেষ হওয়ার পর রাস্তা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বদলে দায়সারাভাবে মাটি ও ইটের টুকরো ফেলে গর্ত ভরাট করা হয় বলে অভিযোগ।

বর্তমানে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার ওই অংশ কাদায় পরিণত হচ্ছে। বড় বড় গর্ত ও পিচ্ছিল অবস্থার কারণে প্রতিদিন দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে কলমক্ষেত হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট দপ্তর পাইপলাইন সংস্কারের কাজ করলেও রাস্তার স্থায়ী মেরামতের দিকে কোনও নজর দেয়নি। ফলে প্রতিদিন বাইক ও অন্যান্য যানবাহন আটকে যাচ্ছে, অনেকেই দুর্ঘটনার মুখেও পড়ছেন।

এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়া হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তারা প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন, যাতে স্কুলপড়ুয়া ও সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুকান্ত অ্যাকাডেমিতে আম্বেদকর ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে : আম্বেদকর ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ ইঞ্জিনিয়ার -এর উদ্যোগে আজ আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলন। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, সমাজকর্মী, নীতিনির্ধারক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল সামাজিক রূপান্তর, সাংবিধানিক অধিকার, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন। আয়োজকদের বক্তব্য, ভারতরত্ন বি আর আম্বেদকর - এর আদর্শকে সামনে রেখে একটি ন্যায়ভিত্তিক, সমতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনই এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।

সরকারি সূচি অনুযায়ী সকাল থেকেই সদস্যদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরে সংবিধানের বই ও ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতি নিয়ে একটি র্যালি বের করা হয়। ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী পর্বের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি জাতি কল্যাণ, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জাতীয় সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নাগসেন সোনারে, পূর্বাঞ্চলের সহ-সভাপতি অধ্যাপক পি. এন. দাস, ইঞ্জিনিয়ার অমূল্য জমাতিয়া, ইঞ্জিনিয়ার ব্রজলাল দেবনাথ, অবসরপ্রাপ্ত আইন সচিব দত্তমোহন জমাতিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক নকুল চন্দ্র দাস-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও সফল উদ্যোক্তাদের সংবর্ধনা প্রদান। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তা ও সম্মাননা দেওয়া হয়। আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগ শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করবে।

এদিন দুটি পৃথক কারিগরি অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, মানবাধিকার, শিক্ষা সংস্কার এবং সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য এই আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উঠে আসবে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রকৌশলীদের শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতায় সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গেও যুক্ত থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত ৩০ জন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

সম্মেলনে সরকারি শূন্যপদ পূরণ, বেসরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, বিদেশে উচ্চশিক্ষার বৃত্তি বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার শিক্ষার প্রসারের দাবিও উত্থাপন করা হয়।

জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ, উত্তেজনা দক্ষিণ মতাইয়ের মুসলিমপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ মে : জোতের জমির উপর দিয়ে জোরপূর্বক রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ঋষ্যমুখ ব্লকের দক্ষিণ মতাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুসলিমপাড়া এলাকায়। ঘটনায় আক্রান্ত জমির মালিকরা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা শুকলাল মিয়া ওরফে মোহাম্মদ আলমগীর রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থবল কাজে লাগিয়ে অন্যের জোতের জমির উপর দিয়ে নিজের বাড়ির রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন জমির মালিক কান্তি পাল ও আশিস পাল।

জমির মালিকদের দাবি, নিজেদের জমি রক্ষার জন্য প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের উপর হামলা চালানো হয়। বাধা দিতে গেলে স্বপন পালের ছেলে সৌরভ পালও আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত শুকলাল মিয়া ও তার সহযোগীরাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট রাস্তা দক্ষিণ মতাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হলেও রাস্তা নির্মাণের আগে পঞ্চায়েতকে কোনও লিখিতভাবে অবগত করা হয়নি। ফলে পুরো বিষয়টি নিয়ে এলাকায় তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন অসামাজিক ও বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গেও জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আক্রান্ত জমির মালিকরা বিলোনিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ তাদের। ঘটনায় প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। অন্যদিকে, পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

কালী নামের বেড়াতে যমও ঘেঁষে না

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কাল অর্থাৎ মৃত্যু আর কালকে যিনি দমন করেন একবাক্যে তিনিই কালী। অন্যদিকে কালীকে আবার সময়ের শাসক হিসেবেও ধরা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরকে ধারণ করার পাশাপাশি কালী ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডকেও ধারণ করে। বাংলার আনাচে-কানাচে শ্যামা কালী থেকে দক্ষিণা কালী সবুজ কালী থেকে শ্মশান কালী চামুন্ডা কালী রক্ষাকালীর দেখা মেলে। যদি নিজের মনকে প্রশ্ন করা হয় যে কালী শব্দে কিসের এত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, তাহলে উত্তর মিলবে সত্যিই তো তার মধ্যে অপার শক্তি লুকিয়ে থাকে। তিনি চুম্বক রূপী শক্তি হয়ে লোহা স্বরূপ ভক্তকে নিজের কাছে ডাকে। আর সত্যিই কালীর ডাককে উপেক্ষা করবে এ সাধ্য কার ! মহামুনি বশিষ্ঠ থেকে সাধক রামপ্রসাদ, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব থেকে সাধক বামাক্ষ্যাপা সকলেই কালী নামক এই দেবীর কাছে মাথানত করেছেন।

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন, চারিদিকে শবদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হচ্ছে, মৃতদেহ পুড়ছে। চিল শকুনের লড়াই, পরিবারের বুকফাটা হাহাকার শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার আগুন আর তারই পাশে মহাকালীর উন্মাদ নৃত্য। ঘোর অন্ধকার অমাবস্যায় মহাকালীর নিত্য লীলা। কালী তো আমাদের ঘরের মেয়ে, তাহলে তাকে এত ভয় কিসের ! কেনই বা কালীকে ঘিরে সনাতন হিন্দু ধর্মে এতই উন্মাদনা। নিত্য পুজোর পাশাপাশি প্রতি অমাবস্যা ছাড়াও বিশেষ তিথিতে কালীপুজো হয়ে থাকে। পাশাপাশি কালীপুজোকে ঘিরেও থাকে বছর ভোরকার প্রতীক্ষা। কালী নামেই যে যত শক্তি, কারণ সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না। তাহলে সনাতনীদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে কালী কি শুধুই রক্ত মুখ করেই ক্ষান্ত হন ? শুধুই কি সে রক্তের হোলি খেলেন ? না মা কখনই সন্তানের ক্ষতি চান না। কালী তার বরাভয় দ্বারা সকল জিবরূপী সন্তানকে সর্বদা রক্ষা করে চলেন। তাহলে কালীপুজোয় বলি দেওয়ার অর্থ বললে বোঝায় মানবদেহের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য দমন করা। যতই সে তার কালো মায়াবী রূপের মধ্যে দিয়ে লোলজিহ্বা বার করে থাকুক না কেন সে তো আমাদের ঘরের মেয়ে আপন মা। সুতরাং জীবনে যতই ঝড় ঝাপটা বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, মন প্রাণ এক মনে সঁপে দিতে হবে মা কালীর পদতলে। যে কালী মা তো আছেন, তিনি ঠিকই পথ দেখিয়ে জীবনের কঠিন সময় পার করে দেবেন। বাংলার আনাচে কানাচে কালী রূপী মেয়েই যে পথদ্রষ্টা সে কথা আর বলতে বাকি রাখে না। অতএব সংসার কারাগার থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে এবং বিষয়ী মনকে সংযত রাখতে কালী নামের জন্ম জন্মান্তরেও কোনও বিকল্প নেই।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে ইন্দ্রনগর সংহতি সংঘে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলা টাউন ইন্দ্রনগর সংহতি সংঘের উদ্যোগে আয়োজন করা হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে এদিন শিশুদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের উদ্দেশ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খুদে শিল্পীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। রঙ ও তুলির মাধ্যমে নিজেদের কল্পনাশক্তিকে ফুটিয়ে তোলে শিশুরা। প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের হাতে শীঘ্রই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

উদ্যোক্তারা আরও জানান, আগামী দিনেও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে যুক্ত করে এ ধরনের আরও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

আগরতলায় অসম অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে রঙ্গলি বিহু উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে : আসাম এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হল রঙ্গলী বিহু উদযাপন অনুষ্ঠান। উৎসবকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কালচারাল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, অসম অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার সম্পাদক লেখি জ্যোতি গোস্বামী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বিহুর ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, সংগীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অসমের লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়। আয়োজকদের মতে, এ ধরনের অনুষ্ঠান নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বক্তারা বলেন, সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতি আরও দৃঢ় হয়। আগামী দিনেও আরও বেশি সংখ্যায় এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলেও জানান আয়োজকরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

কোন গ্রামই বিদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

ওয়াটার প্ল্যান্টও স্থাপন করা হচ্ছে, যাতে মানুষ নিরাপদ পানীয় জল পায়।

মন্ত্রী বলেন এই উদ্যোগের ফলে ছাত্রছাত্রীরা এখন রাতে আলোয় পড়াশোনা করতে পারছে। কেরোসিনের প্রদীপের পরিবর্তে সৌরবিদ্যুতের আলো তাদের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করেছে। এছাড়াও মোবাইল চার্জিং ও টেলিভিশনের সুবিধা পাওয়ায় মানুষ তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে আরও বেশি সংযুক্ত হচ্ছে।

কমিউনিটি ভিত্তিক সৌর বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্প সম্পর্কে তিনি জানান, মোট ৮০টি ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭টির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৩৮টির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথাও উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি জানান, মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে আম, কাঁঠাল, লেবুসহ বিভিন্ন ফলজ গাছের চারা বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে এবং এ বিষয়ে কৃষি দপ্তরের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে।

স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু দশম

● প্রথম পাতার পর

পুকুর থেকে হিরনের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়।

হিরন দেবনাথ আশ্চর্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মৃতিবিদ্যা মন্দির বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পরিবারের সদস্যরা। ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার হতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা।

পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়। তবে কীভাবে এই মৃত্যু ঘটল, তা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঋণ পাইয়ে দেওয়ার

● প্রথম পাতার পর

কেউ মাছ চাষের ঋণ, কেউ স্বাবলম্বন প্রকল্প, আবার কেউ ওবিসি কর্পোরেশনের লোন পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

এমনই এক অভিযোগ করেছেন উত্তর ব্রজপুর এলাকার বাসিন্দা গৌতম দাস। পেশায় মাছ ব্যবসায়ী গৌতমবাবুর দাবি, পাঁচ লক্ষ টাকার লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিযুক্ত তার কাছ থেকে মোট ৩০ হাজার টাকা নেন। প্রথমে ১৫ হাজার টাকা এবং পরে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে টাকা দেওয়ার কথা বলে আরও ১৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়। তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও লোনের কোনও ব্যবস্থা হয়নি বলে অভিযোগ।

ভুক্তভোগীদের দাবি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও দপ্তরের নাম ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলা হচ্ছিল। ঘটনায় ক্ষুব্ধ একাধিক ব্যক্তি শীঘ্রই বিভিন্ন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। তবে অভিযুক্ত রামানন্দের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

এডিসির পর ভিলেজ কাউন্সিল

● প্রথম পাতার পর

দলের বক্তব্য অনুযায়ী, টিটিএএডিসি নির্বাচনের সময় জনস্বার্থ, দুর্নীতি, বেকারত্ব, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও জনজাতি এলাকার মৌলিক সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে শাসক জোটের দুই প্রধান শরিক একে অপরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং জাতিগত বিদ্বেষমূলক মন্তব্যে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ভোটে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনের পরও একই কৌশল অব্যাহত রয়েছে। বিজেপি ও টিপ্রা মথার শীর্ষ নেতৃত্বের পারস্পরিক প্রশংসা, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের ত্রিপুরা সফর এবং বিভিন্ন বৈঠকে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণের ইঙ্গিত মিলেছে বলে দাবি করা হয়েছে। বিশেষ করে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতিগত মেরুকরণ আরও বাড়ানোর রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলে কংগ্রেস।

মান্দাইয়ে টিপ্রা মথার এক যুবনেতার গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা, ৪৮ ঘণ্টার বন্ধ ও রাস্তা অবরোধ প্রসঙ্গেও প্রশ্ন তোলে দলটি। কংগ্রেসের দাবি, এসব ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোথাও কোথাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় উদ্যোগী পুলিশ আধিকারিকদেরও আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেস দাবি করে, রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী উত্তেজনা উসকে দিলে তার ভয়াবহ পরিণতি দীর্ঘমেয়াদে সাধারণ মানুষকেই ভোগ করতে হয়। ত্রিপুরাতেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দলটি। শেষে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যের আদিবাসী ও অ-আদিবাসী সকল শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলে, বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনই একমাত্র পথ।

দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে

● প্রথম পাতার পর

মিলিয়ে স্বপ্ন যেন থমকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবুও হার মানেনি মেয়েটি। পাশের বাড়ির শিক্ষক বুদ্ধদেব চক্রবর্তীর বাড়িতে থেকে পরীক্ষার প্রস্তুতি চালিয়ে যান সোয়েতা। অন্যদিকে মা পিংকি সরকার মানুষের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে মেয়ের পড়াশোনার খরচ জোগাতে লড়াই চালিয়ে গেছেন প্রতিদিন। নিজের কষ্ট, অভাব আর ক্লান্তিকে আড়াল করে শুধু মেয়ের স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন তিনি।

ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী সোয়েতা। মাধ্যমিকেও প্রথম বিভাগে ৮৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল সে। এবারের লক্ষ্য ছিল রাজ্যের প্রথম দশে জায়গা করে নেওয়া। কিন্তু জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা তার সেই স্বপ্নে ধাক্কা দেয়। তবুও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ৯১.২ শতাংশ নম্বর অর্জন যেন এক অসম্ভব জয়। সোয়েতা জানায়, তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সবসময় তাকে পাশে পেয়েছেন। বিশেষ করে গৃহ শিক্ষক সাগর দেব, যিনি সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে তাকে পড়িয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব হত না বলেই মনে করে সে।

কলা বিভাগের এই মেধাবী ছাত্রী ভবিষ্যতে ডি.এল.এড করে শিক্ষক হতে চায়। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, সেই স্বপ্ন আদৌ পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবুও আশা ছাড়েনি পরিবার। এলাকার বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ এর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তারা, যেন এই মেধাবী মেয়েটির স্বপ্ন অর্থের অভাবে থেমে না যায়।

অভাবের অন্ধকার ভেদ করে সোয়েতার এই সাফল্য আজ কাঁঠালিয়ার বহু দরিদ্র পরিবারের কাছে এক অনুপ্রেরণার নাম। কারণ, স্বপ্ন যদি সত্যি হয়, তাহলে চোখের জল আর কষ্টের মধ্যেও একদিন জয় আসবেই।

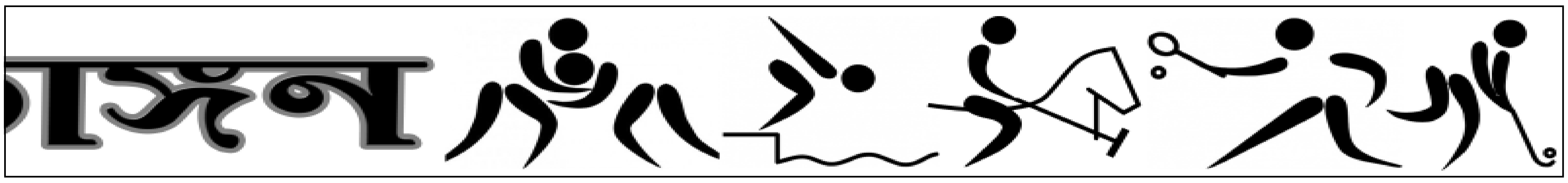

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শতদলকে নকআউট করে স্ফুলিঙ্গ কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে এক রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। শনিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে জয়ী দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করল তারা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শতদল সঙ্ঘ ৪৯.৫ ওভারে ১৯৭ রান তুলে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে তন্ময় ঘোষ ৮২ বলে ৪৪ রান এবং রিমন সাহা ৬৬ বলে ৪০ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও মিডল অর্ডারে ধস নামে। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে অরিন্দম বর্মণ ২৩ বলে মাত্র ৪৩ রান করলেও শতদলের ইনিংস খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে বল হাতে দাপট দেখান সাগর শর্মা, সন্দীপ সরকার, অজয় সরকার, বৈভব পাল এবং কৌশিক গিরি প্রত্যেকেই দুটি করে উইকেট দখল করেন। এরপর বৃষ্টির কারণে খেলার দৈর্ঘ্য কমিয়ে ১৫ ওভার করা হয় এবং ভিজেডি নিয়মে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৬১ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব মাত্র ৭.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে শচীন শর্মা ১৪ বলে ২২ রান এবং কৌশিক গিরি ১২ বলে অপরাজিত ১১ রান করেন। শতদল সঙ্ঘের বোলার চিরঞ্জিত পাল ১৩ রানে ৩টি এবং অর্জুন দেবনাথ ১টি উইকেট নিলেও তা পরাজয় এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের অজয় সরকার। আগামী ১৩ মে টুর্নামেন্টের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে হার্ভে ক্লাবের মুখোমুখি হবে বিজয়ী স্ফুলিঙ্গ ক্লাব।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে নকআউট ফ্রেন্ডস কোয়ার্টার ফাইনালে কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে দাপুটে জয় তুলে নিল কসমোপলিটান ক্লাব। রবিবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত এই বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৩৭.১ ওভারে মাত্র ১১৯ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে স্নেহাল দত্ত ৪৭ বলে ২১ এবং আয়ুশ ৬৩ বলে ২০ রান করলেও বাকিরা কসমোপলিটানের বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে ব্যর্থ হন। কসমোপলিটান ক্লাবের হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেন অর্কজিৎ রায়, যিনি ৮.১ ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। অধিনায়ক শঙ্কর পালও ৩৩ রানে ৩টি এবং শারুক হোসেন ২টি উইকেট দখল করেন। রান তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটান ক্লাব ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করে এবং ১১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৭ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। সম্রাট সূত্রধর ৩১ বলে ৪১ রান এবং রিয়াজ উদ্দিন মাত্র ১৪ বলে ৩৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন, যেখানে ৩টি ছক্কা হাঁকান তন্ময় দাস (৩৩ রান)। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বাধাগ্রস্ত হলে ডিএলএস পদ্ধতিতে কসমোপলিটান ক্লাবের সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১.১ ওভারে ৭৮ রান, যা তারা অনায়াসেই টপকে গিয়ে ৪০ রানে জয়ী ঘোষিত হয়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে বিস্ময় দেবনাথ ২টি এবং কিষাণ সরকার ১টি উইকেট পান। বল হাতে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখানোর জন্য অর্কজিৎ রায় ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। এই জয়ের ফলে আগামী ১৩ মে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের মুখোমুখি হবে কসমোপলিটান ক্লাব।

ফেডারেশনের সামনে নত হবেন না!

জাতীয় প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে রহস্যময় পোস্ট ভিনেশের

জাতীয় ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার আগেই বড় ধাক্কা খেয়েছেন ভিনেশ ফোগাট। যার জেরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফেরার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ফেডারেশন তাঁকে জাতীয় ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যদিও হাল ছাড়তে নারাজ কমনওয়েলথ গেমসে তিনবারের পদকজয়ী। সোশাল মিডিয়ায় মুখ খুলেছেন তিনি।

উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় ১০ মে, রবিবার থেকে শুরু হতে চলেছে এই প্রতিযোগিতা। চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েই প্যারিস অলিম্পিকের পর ম্যাটে ফেরার স্বপ্ন দেখছিলেন ভিনেশ। তবে জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ভিনেশকে ১৫ পাতার একটি নোটিস পাঠানো হয় শনিবার। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ, ডোপ-বিরোধী নিয়ম লঙ্ঘন এবং ভারতীয় কুস্তির ভাবমূর্তি নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, ২০২৬ সালের ২৬ জুন পর্যন্ত তিনি দেশের কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না।

বিতর্কের মধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ভিনেশ। সেখানে তিনি ইঙ্গিত দেন যে লড়াই থেকে সরে আসছেন না। লেখেন, 'জীবন গভীর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আটকে আছে। পৃথিবী আমার চরিত্রে ত্রুটি খুঁজতে ব্যস্ত। তবুও জীবন সবসময় মাথা উঁচু রাখার কথা শেখায়। কোনও তরবারির শক্তি নেই যা তাকে নত করতে পারে।' গোটা ঘটনায় নতুন করে সামনে এসেছে ভিনেশ এবং ভারতীয় কুস্তি সংস্থার দীর্ঘদিনের সংঘাত। সম্প্রতি জাতীয় র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় নাম নথিভুক্ত করা নিয়েও সমস্যার মুখে পড়েছিলেন তিনি। ভিনেশ অভিযোগ করেছিলেন, ফেডারেশন ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কয়েকদিন আগেই ভিনেশ জানিয়েছিলেন, ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের যৌন হেনস্তার শিকার তিনি নিজেও। তার 'প্রতিশোধ' হিসাবেই কি ভিনেশের প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে? বর্তমানে কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি পদে রয়েছেন ব্রিজভূষণের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পরিচিত সঞ্জয় সিং। তাঁর অঙ্গুলিহেলনেই কি শেষ হয়ে গেল ভিনেশের কামব্যাকের স্বপ্ন?

ফেডারেশনের দাবি, অবসর ভেঙে ফের প্রতিযোগিতায় ফিরতে হলে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের অ্যান্টি-ডোপিং নিয়ম অনুযায়ী ছ'মাস আগে নোটিস দেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম মানেননি ভিনেশ। নোটিসে আরও বলা হয়, প্যারিস অলিম্পিকে ওজনজনিত কারণে অযোগ্য ঘোষিত হওয়া, অ্যান্টি-ডোপিং সংক্রান্ত 'হোয়্যারঅ্যাবাউটস' নিয়মে গাফিলতি ইত্যাদি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে জাতীয় দল বাছাইয়ের ট্রায়াল আয়োজন করেছিল সেই সময় ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন নিযুক্ত অ্যাড-হক কমিটি। ওই ট্রায়ালে দু'টি পৃথক ওজন বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ভিনেশ ফোগাট। এই বিষয়টিকেও নিয়মভঙ্গের আওতায় এনে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া।

বদলে যাচ্ছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম? মুখ খুললেন আইপিএল চেয়ারম্যান

আইপিএলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম নিয়ে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি একই মেরুতে। তাঁরা মনে করেন, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম ক্রিকেটের ভারসাম্যটা নষ্ট করছে। হার্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, শুভমান গিলরা এই নিয়ম নিয়ে সরব হয়েছেন। এবার এই নিয়ম নিয়ে মুখ খুললেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল।

রোহিত-বিরাটদের মতো ক্রিকেটারের বক্তব্য ছিল যে, এই নিয়মের কারণে অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের কারণে প্লেয়ারের স্কিলটাই গৌণ হয়ে যাচ্ছে বলে মত ছিল তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে অরুণ ধুমাল মনে করেন, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ে বোর্ডের কাছে তেমন কোনও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আসেনি। বরং সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলিও এই নিয়মকে ইতিবাচকভাবেই দেখছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, "এই আলোচনা তো চলবেই। সংবাদমাধ্যমে নানা কথা বলা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের কাছে এখনও এই নিয়ম নিয়ে কোনও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আসেনি। আমাদের মনে হয়, এই নিয়ম ম্যাচকে আরও কঠিন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করেছে।" তাঁর সংযোজন, "এখনই এমন কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে কোনও নিয়ম নিয়ে পর্যালোচনা করাটা খারাপ কিছু নয়। তার মানে এই নয় যে, নিয়ম বদলাতেই হবে।"

পরবর্তী আইপিএল কি ৯৪ ম্যাচে সম্প্রসারিত হতে পারে? ধুমালের কথায়, "এটা পুরোপুরি নির্ভর করছে আইপিএলের জন্য আমরা কী ধরনের সুযোগ পাই তার উপর। টুর্নামেন্টটির প্রতি যে বিপুল আগ্রহ রয়েছে, তা দেখে আমরা অবশ্যই এই সম্প্রসারণ চাইব। ৯৪ ম্যাচের ফরম্যাট হলে প্রতিটি দল ন'টি হোম এবং ন'টি অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। যা টুর্নামেন্টের জন্য আদর্শ হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নির্ভর করবে পরবর্তী দ্বিপাক্ষিক সূচি কীভাবে পরিকল্পনা করা হয়, তার উপর।"

আইপিএলের মিডিয়া রাইটসের মূল্য হ্রাস পেতে পারে, এমন গুঞ্জন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে সেই সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, মিডিয়া রাইটস কমার কোনও কারণ নেই। "আমাদের ডেটা দেখতে হবে। ডেটা নিজেই সব বলে দেয়। আপনি যদি আইপিএলের জনপ্রিয়তার দিকে তাকান, দেখবেন তা প্রতি বছরই বাড়ছে। দলগুলোর ব্র্যান্ড ভ্যালুও প্রতি বছর বাড়ছে। তাই, মিডিয়া রাইটসের মূল্য কমে যাওয়ার কোনও কারণ দেখছি না। আমার বিশ্বাস, পরবর্তী সার্কেলে মিডিয়া রাইটসের মূল্য আরও বাড়বে।"

এমএলএসে নতুন রেকর্ড মেসির

কানাডার ক্লাব টরন্টো এফসিকে হারিয়ে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) জয়ে ফিরেছে ইন্টার মায়ামি। কাল রাতে নিজেদের মাঠে মায়ামি জিতেছে ৪—২ গোলের বড় ব্যবধানে। এই ম্যাচে একটি গোল ও দুটি অ্যাসিস্ট করে এমএলএসে নতুন রেকর্ড গড়েছেন লিওনেল মেসি।

টরন্টোর বিএমও ফিল্ডে হওয়া ম্যাচটিতে ৫৬ মিনিটে লুইস সুয়ারেজ আর ৭৩ মিনিটে সের্হিও রেগুইলনের গোলে সহায়তা করেন মেসি। এরপর ৭৫ মিনিটের সময় রদ্রিগো দি পলের অ্যাসিস্টে গোলদাতার খাতায় নাম লেখান নিজেই।

টরন্টোর বিপক্ষে ম্যাচে তিনটি গোলে যুক্ত থেকে মেসি এখন এমএলএসে দ্রুততম এক শ গোলে অবদান রাখা খেলোয়াড়। এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে মাত্র ৬৪ ম্যাচেই এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন। এর মধ্যে ৫৯টি গোল মেসির নিজের (ক্যারিয়ার গোল ৯০৭টি), সতীর্থদের সহায়তা করেছেন ৪১টিতে।

মেসি এক শ গোলের মাইলফলকে কত দ্রুত পৌঁছেছেন, সেটি বোঝা যাবে যাঁর রেকর্ড ভেঙেছেন, তাঁর দিকে তাকালে। এত দিন এমএলএসে দ্রুততম এক শ গোলে অবদানের রেকর্ড ছিল সেবাস্তিয়ান জিওভিনসো। টরন্টোর এই ফরোয়ার্ড ৫৮ গোল ও ৪২ অ্যাসিস্টে এক শ ছুঁয়েছিলেন ৯৫ ম্যাচে। লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির হয়ে রবি কিনের লেগেছিল ৯৬ ম্যাচ।

আগের ম্যাচে অরল্যান্ডো সিটির কাছে ৪—৩ গোলে হেরে যাওয়া মায়ামি টরন্টোর বিপক্ষে জিতে ১২ ম্যাচে ২২ পয়েন্টে পৌঁছেছে। এক ম্যাচ কম খেলে নিউ ইংল্যান্ডের পয়েন্টও ২২। আর ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ন্যাশভিল।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত, মহিলাদের দলগত রিকার্ভ তিরন্দাজিতে চিনকে ঘরের মাঠে হারিয়ে সোনা জয় দীপিকা, অঙ্কিতা, কুমকুমদেব

ভারতের বিশ্বজয়। রিকার্ভ তিরন্দাজিতে মহিলাদের দলগত বিভাগে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভকত এবং কুমকুম মোহোদ। ফাইনালে শক্তিশালী চিনকে ৫-৪ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারতীয় দল।

সাংহাইয়ে আয়োজিত দ্বিতীয় পর্বের তিরন্দাজি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলেন দীপিকারা। চিনকে তাদের ঘরের মাটিতে হারিয়ে সোনা জিতেছেন ভারতীয়েরা। সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে বিশ্বের অন্যতম দুই সেরা দলকে হারিয়েছে ভারত। সেমিফাইনালে দীপিকাদের প্রতিপক্ষ ছিল দক্ষিণ কোরিয়া। বিশ্বজয়ের পথে পর পর দু'টি হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ জিতেছেন তাঁরা। ফাইনালে চিনের বিরুদ্ধে প্রথম সেট ৫৪-৫৩ স্কোরে জিতে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় সেটে সমতা ফেরায় চিন। তারা জেতে ৫৫-৫২ স্কোরে। তৃতীয় সেটে আবার জয় পায় চিন। ভারতীয় দল ৫৬-৫৭ স্কোরে হেরে পিছিয়ে পড়ে ২-৪ পয়েন্টে। চতুর্থ সেটে আবার সমতা ফেরায় ভারত। এ বার ৫৪-৫৩ স্কোরে জেতেন দীপিকারা। চার সেটের পর দু'দলের পয়েন্ট সমান হওয়ায় শুট অফ হয়। তাতেই বাজিমাত করেন ভারতীয় তিরন্দাজেরা। ২৮-২৬ স্কোরে শুট অফ জিতে নেন দীপিকারা। টান টান লড়াইয়ের পর ৫-৪ পয়েন্টের ব্যবধানে জয় পায় ভারত।

এর আগে সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে অবশ্য সহজে জয় পায় ভারতীয় দল। দীপিকারা এক সেট বাকি থাকতেই ৫-১ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেন। প্রথম সেট ৫৮-৫৫ জেতেন তাঁরা। দ্বিতীয় সেট ড্র হয় ৫৬-৫৬ স্কোরে। তৃতীয় সেটে আবার ভারত জেতে ৫৮-৫৬ ব্যবধানে। এক পর আর চতুর্থ সেট খেলার প্রয়োজন হয়নি। প্রতিযোগিতার প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে উজবেকিস্তান এবং কোয়ার্টার ফাইনালে ভিয়েতনামকে হারিয়েছিল ভারতীয় দল।

গোটা প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিক ভাবে ভাল পারফর্ম করেছে ১৭ বছরের কুমকুম। দুই অভিজ্ঞ তিরন্দাজ দীপিকা এবং অঙ্কিতার সঙ্গে সমান তালে লড়াই করেছে। মহিলাদের দলগত রিকার্ভ তিরন্দাজিতে এই নিয়ে তৃতীয় বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ২০২১ সালে প্রথম এবং তৃতীয় পর্বের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিল ভারত। সেই দলের নেতৃত্বেও ছিলেন দীপিকা।

সঙ্কটে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট, বোর্ডের চুক্তিতে খুশি নন ক্রিকেটারেরা, দেশের লিগ ছেড়ে বিদেশে খেলতে যাওয়ার হুমকি

সমস্যায় পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড। নতুন যে চুক্তি ক্রিকেটারদের সামনে হাজির করা হয়েছে তা মেনে নিতে নারাজ বেশিরভাগ ক্রিকেটার। চুক্তির অর্থ না বাড়ানো হলে তাঁরা দেশের লিগ ছেড়ে বিদেশের লিগে খেলতে যাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কী ভাবে সমস্যা মেটানো যায় তা ভাবছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সে দেশের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঁচ জন কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার বেঁকে বসেছেন। তাঁদের মতে, আধুনিক ক্রিকেটের প্রয়োজন অনুসারে যে অর্থ তাঁদের পাওয়া উচিত সেটা পাচ্ছেন না। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং ট্র্যাভিস হেড বোর্ডের থেকে বছরে ২৭.৪ কোটি টাকা করে পান। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রতি তাঁরা দায়বদ্ধ।

তবে বাকি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারেরা নারাজ। তাঁদের দাবি, হয় অর্থ বাড়াতে হবে, না হলে সুযোগ করে দিতে হবে বিদেশের লিগে খেলতে যাওয়ার।

তপন মেমোরিয়াল ক্রিকেটে সংহতিকে হারিয়ে বিসিসি শেষ আটে পৌঁছুলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পঞ্চম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সংহতি ক্লাবকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের স্থান পাকা করল বিসিসি। রবিবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে সংহতি ক্লাব ৪৭.২ ওভারে ২৫১ রানে অলআউট হয়ে যায়। দলের অধিনায়ক শুভম সূত্রধর ১৪৫ বলে ১৩২ রানের এক অনবদ্য শতরান উপহার দেন, যার ইনিংসে ছিল ১৪টি চার ও ২টি ছক্কা। এছাড়া রাহুল হোসেন ৩৬ রান এবং করণ দে ১৪ রান করেন। বিসিসি-র বোলারদের মধ্যে শ্রীমান দেবনাথ ও সিদ্ধার্থ দেবনাথ প্রত্যেকে ৩টি করে এবং আকাশ দেবনাথ ২টি উইকেট দখল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বিঘ্নিত হওয়ায় ভিজেডি পদ্ধতিতে বিসিসি-র সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২৫ ওভারে ১২৭ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৩.৩ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় বিসিসি। অর্কজিৎ সাহা ৫৬ বলে ৫২ রান এবং শ্রীমান দেবনাথ ৫৫ বলে ৪২ রান করে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন। সংহতি ক্লাবের পক্ষে দীপাঞ্জন দাস ও করণ দে ২টি করে উইকেট পেলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। বল হাতে ৩ উইকেট এবং ব্যাট হাতে লড়াকু ৪২ রান করার সুবাদে শ্রীমান দেবনাথ ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। এই জয়ের ফলে আগামী ১৩ মে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে কসমোপলিটান ক্লাবের মুখোমুখি হবে বিসিসি।

ফরাসি ওপেনে সমস্যা বাড়ছে! সাবালেঙ্কা, সিনারদের পর জোকোভিচও দিলেন বয়কটের হুমকি

ক্রমশ চাপ বাড়ছে ফরাসি ওপেনের উপর। আর্থিক বৈষম্যের অভিযোগ তুলে এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম বয়কটের হুমকি দিয়েছিলেন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস তারকা এরিনা সাবালেঙ্কা ও এক নম্বর পুরুষ টেনিস তারকা ইয়ানিক সিনার। এ বার একই সুর শোনা গেল নোভাক জোকোভিচের মুখেও। পরিস্থিতি ভাল না হলে বয়কটের হুমকি দিলেন পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক ২৪ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক। গত বছরের তুলনায় এ বার ফরাসি ওপেনে পুরস্কারমূল্য বেড়েছে ১০ শতাংশ বা ৫৯ কোটি টাকা। এ বার সব খেলোয়াড়েরা মোট পুরস্কারমূল্য বাবদ পাবেন ৬৮৫ কোটি টাকা। কিন্তু খেলোয়াড়দের দাবি, এই প্রতিযোগিতা থেকে গত বছর ৪৩৮২ কোটি টাকা আয় করেছিলেন ফরাসি ওপেন কর্তৃপক্ষ। এ বার সেই টাকার অঙ্ক বেড়ে ৪৪৩৮ কোটি টাকা হবে। তার মাত্র ১৫ শতাংশ খেলোয়াড়দের দেওয়া হচ্ছে। এই বৈষম্যেরই অভিযোগ করেছেন সাবালেঙ্কারা। গত বছর ফরাসি ওপেনজয়ী খেলোয়াড় পেয়েছিলেন ৩০ কোটি টাকা। রানার্স পেয়েছিলেন ১৫ কোটি টাকা। সেমিফাইনালে ওঠা বাকি দুই খেলোয়াড় পেয়েছিলেন ৮ কোটি টাকা করে। যাঁরা প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলেন তাঁরা পেয়েছিলেন ৯৬ লক্ষ টাকা করে। এই অঙ্ক বেশ কম বলেই দাবি সাবালেঙ্কাদের।

ইটালিয়ান ওপেন চলাকালীন নিজেদের দাবির কথা বলেছেন সাবালেঙ্কা। মহিলাদের সিঙ্গলসে এক নম্বর তারকা বলেন, "আমাদের ছাড়া তো প্রতিযোগিতাই হবে না। তা হলে দর্শকেরা বিনোদনও পাবেন না। তাই আমাদের মতে, খেলোয়াড়দের আরও বেশি টাকা পাওয়া উচিত।" সাবালেঙ্কা জানিয়েছেন, কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। বেলারুশের তারকা বলেন, "একটা সময়ে আমাদের কড়া পদক্ষেপ করতেই হত। আমার মনে হয়, এটাই সঠিক সময়।" সিনারের মতে, টাকার থেকেও এটা সম্মানের প্রশ্ন। তিনি বলেন, "এটা সম্মানের বিষয়। শুধুমাত্র সেরা খেলোয়াড়দের কথা নয়। সবার কথা মাথায় রাখতে হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দিতে হবে। নইলে আমরা খেলব না।" এই বিষয়ে সাবালেঙ্কার নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন জোকোভিচ। তিনি বলেন, "সাবালেঙ্কাকে দেখে আমার গর্ব হচ্ছে। ও নেত্রীর মতো লড়ছে। টেনিসে যে রাজনীতি হয়, তা সকলের সামনে নিয়ে এসেছে সাবালেঙ্কা। ও তো শুধু নিজের ভালর জন্য এটা করছে না। সকলের ভালর জন্য করছে। ওর নেতৃত্বে আমি মুগ্ধ। ওকে সেলাম জানাই। ওর পাশে আছি।" চলতি মাসের ২৪ তারিখ থেকে শুরু ফরাসি ওপেন। তার কয়েক সপ্তাহ আগে সমস্যায় পড়েছেন ফরাসি ওপেন কর্তৃপক্ষ।

ফিফা শাস্তির নিয়ম পাল্টানোয় সুবিধা পেল আর্জেন্টিনা

২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য শৃঙ্খলাবিধিতে বড় পরিবর্তন এনেছে ফিফা। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বাছাইপর্বে ছোটখাটো নিষেধাজ্ঞার (কার্ডজনিত) শাস্তি চূড়ান্ত আসরে কার্যকর হবে না। ফিফার এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি ফিরছে আর্জেন্টিনা ও ইকুয়েডর শিবিরে। এর ফলে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামতে পারবেন আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দি এবং ইকুয়েডরের মিডফিল্ডার ময়জেস কাইসেদো।

গত শুক্রবার ফিফা জানায়, বিশ্বকাপে দলগুলো যাতে তাদের সেরা একাদশ নিয়ে মাঠে নামতে পারে, সেটি নিশ্চিত করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শৃঙ্খলার স্বচ্ছতা ও টুর্নামেন্টের মর্যাদা অক্ষুণ রাখাই এই নিয়মের লক্ষ্য।

কনফেডারেশনগুলোর সঙ্গে আলোচনার পর ২০২৬ বিশ্বকাপ নীতিমালার ১০ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর উপধারা সংশোধনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা কাউন্সিলের ব্যুরো।

সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, বাছাইপর্বে বিভিন্ন ম্যাচে দেখা একটি হলুদ কার্ড বা এর ফলে পাওয়া এক অথবা দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা বিশ্বকাপের মূল পর্বে কার্যকর হবে না। এ ছাড়া দুটি হলুদ কার্ডের কারণে দেখা লাল কার্ড, প্রতিপক্ষের গোল করার নিশ্চিত সুযোগ নস্যাৎ করার কারণে পাওয়া সরাসরি লাল কার্ড বা গুরুতর ফাউলের জন্য পাওয়া নিষেধাজ্ঞাও বিশ্বকাপের মূল পর্বে কার্যকর হবে না।

তবে ফিফা জানিয়েছে, 'বাছাইপর্বের ম্যাচে লাল কার্ড পাওয়ার ফলে অন্য যেকোনো ধরনের স্থগিত নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিত ম্যাচ মূল আসরেও বহাল থাকবে।'

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) গত বৃহস্পতিবার জানায়, ওতামেন্দিকে প্রথম ম্যাচে খেলানোর বিষয়ে তারা ফিফা ব্যুরোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছিল। গত বছর সেপ্টেম্বরে ইকুয়েডরের বিপক্ষে বাছাইপর্বে শেষ ম্যাচে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন এই ডিফেন্ডার।-

একই ম্যাচে লাল কার্ড পেয়েছিলেন ইকুয়েডরের মিডফিল্ডার কাইসেদো। ওতামেন্দি ও কাইসেদোর পক্ষে দেনদরবারে যুক্ত ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা ফুটবল কনফেডারেশনের (কনমেবল) সভাপতি আলেহান্দ্রো দমিনগুয়েজ।

এর আগে গত নভেম্বরে পর্তুগাল অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর নিষেধাজ্ঞা কাটানোর পথও পরিষ্কার হয়ে যায়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচে লাল কার্ড পাওয়ায় তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পান রোনালদো। তবে ফিফা এই নিষেধাজ্ঞায় শেষ দুটি ম্যাচ স্থগিত করায় বিশ্বকাপের শুরু থেকেই মাঠে নামতে পারবেন এই মহাতারকা।

গত সপ্তাহে ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত ফিফা কাউন্সিলের সভায় নিয়মে আরও কিছু বদল আনা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বের পর ফুটবলারদের দেখা একটি করে হলুদ কার্ড বাতিল হয়ে যাবে। একইভাবে কোয়ার্টার ফাইনালের পরও কার্ডের হিসাব নতুন করে শুরু হবে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে আগামী ১১ জুন পর্দা উঠবে ২০২৬ বিশ্বকাপের। ১৬ জুন কানসাস সিটিতে 'জে' গ্রুপ থেকে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপের ট্রফি ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা।

নেতা-মন্ত্রীদের নাম ভাঙিয়ে দেদার ব্যবসা, কেকেআর ম্যাচে টিকিটের কালোবাজারি ফাঁস

গ্রুপ পর্ব প্রায় শেষের দিকে। প্লেঅফের দৌড়ে কোন কোন দল যাবে, তা নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, ঠিক তখনই ফের সামনে এল টিকিট কালোবাজারি সংক্রান্ত বড়সড় বিতর্ক। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ ঘিরে টিকিট বিক্রির অনিয়মের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে হায়দরাবাদ পুলিশ।

৩ মে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচকে কেন্দ্র করেই এই চক্র সক্রিয় ছিল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উপ্পল থানার পুলিশ এই চক্রের হদিশ পায়। হাতেনাতে তিনজনকে ধরে ফেলে। হায়দরাবাদ পুলিশের মালকাজগিরি কমিশনারের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে জানানো হয়েছে, 'বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২২ হাজার টাকার টিকিট অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছিল।' তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। ধৃতরা নিজেদের ভিআইপি বা ভিভিআইপি পরিচয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে টিকিট নিত। তারা কখনও বিচারপতি, কখনও মন্ত্রী, আবার কখনও রাজ্যপালের নাম ব্যবহার করে জাল লেটারহেডের মাধ্যমে ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করত। পরে সেই টিকিটই কয়েকগুণ বেশি দামে সাধারণ দর্শকদের কাছে বিক্রি করা হতো। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো র‍্যাকেটটি দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। এই ঘটনায় ধৃতদের কাছ থেকে একটি মাহিন্দ্রা থার গাড়ি, পাঁচটি আইপিএল টিকিট, পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং একাধিক জাল নথি উদ্ধার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, "এই ধরনের চক্র শুধু প্রতারণাই করছে না, খেলার স্বচ্ছতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে। তাই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।" পুলিশ সাধারণ দর্শকদের সতর্ক করে জানিয়েছে, শুধুমাত্র অফিসিয়াল টিকিটিং প্ল্যাটফর্ম থেকেই টিকিট কেনা উচিত।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রঙালী বিহু সমাজের সব অংশের মানুষের মধ্যে একতার বন্ধন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় নজরুল কলাক্ষেত্রে রঙালী বিহুর রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি রঙালী বিহুর সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।
তিনি বলেন, নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে অসমবাসীরা এই উৎসব উদযাপন করেন। এই উৎসব প্রকৃতিকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি সমাজের সব অংশের মানুষের মধ্যে একতার বন্ধন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত ২৫ বছর ধরে ত্রিপুরায় নিয়মিতভাবে রঙালী বিহু উদযাপন করার জন্যে রাজ্যপাল অসম অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার কর্মকর্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা রঙালী বিহুর তাৎপর্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নিপকোর প্রধান মুকুট শর্মা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. প্রিয়াংশু রাণা বড়ঠাকুর। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অসম অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার সভাপতি পুলিন চাংমাই। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বিজেপির জয়ে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ মে: পশ্চিমবঙ্গ বিজয় আসাম বিজয় পদুচেরী বিজয় শেষে আজ বিলোনিয়াবাসি দেখলো হাজার হাজার মানুষের সম্মিলিত বিজয় মিছিল। যুবক যুবতী ও সাধারণ মানুষের উদ্বেলিত মিছিল, যে মিছিল থেকে হাজারো ন্ট্রে ধ্বনিত হলো বিজেপির জয়ধ্বনি। আর নয় তৃণমূল, আর নয় কংগ্রেস আর নয় সিপিআই এম, শুধু বিজেপি আর বিজেপি। মিছিল বিলোনিয়া বিজেপি কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে থানার মোর হয়ে বিলোনিয়া পুরোনো মোটরস্ট্যান্ড হয়ে শহরের মূল পথগুলো পরিক্রমা করে একনং টিলা হাসপাতাল চৌমুহনি শিশুউদ্যান বনকর হয়ে ফিরে আসে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে। মিছিল থেকে বারে বারে জয়ধ্বনি উঠে মোদীজি জিন্দাবাদ, বিপ্লবদেব জিন্দাবাদ, মানিক সাহা জিন্দাবাদ, রাজীব ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ।
আরো একটা বিষয় বোঝা গেছে এডিসি নির্বাচনের পর দলের কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে যায় আজ আবার পুনরায় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মিছিলের পুরো ভাগে ছিলেন মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, জেলার এই বিশাল কর্ম যজ্ঞে সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সামনে থেকে মহা মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছে।

বিশালগড়ে বর্ণময় আয়োজনে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ মে: বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রেমীদের সহযোগিতায় বর্ণময় কার্যক্রমের মাধ্যমে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। শনিবার সকালে বিশালগড় মোটারস্ট্যান্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কে রবীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস। স্থানীয় রবীন্দ্র প্রেমীরা পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।
এদিন বিশালগড় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের পাশাপাশি লাউডস্পিকারে দিনভর রবীন্দ্র সংগীত বাজানো হয়।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতসী দাস। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর রতন দেব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, স্বপন ভৌমিক, শংকর সাহা, স্বপন রায় প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহকুমা তথ্য আধিকারিক কাকলি ভৌমিক। স্থানীয় বিভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত, আবৃত্তি এবং নিত্য পরিবেশন করেন।

বরপাথরি বাজারে দুঃসাহসিক চুরি সাতটি দোকানের তালা ভেঙে তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ মে: বিলোনীয়া মহকুমার বরপাথরি বাজারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, গভীর রাতে চোরের দল একের পর এক দোকানের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনায় বাজার এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
পিআর বাড়ি থানাধীন বড়পাথড়ি বাজার সংলগ্ন হাসপাতালের সামনে দুঃসাহসিক চুরি। নিশিকুটুমবের দল একই রাতে পর পর সাতটি দোকানে তালা কেটে চুরির ঘটনা সংঘটিত করে। যার মধ্যে রয়েছে ঔষুধ দোকান, টিফিন দোকান সহ অন্যান্য দোকান। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পাশাপাশি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে বড়পাথড়ি হাসপাতাল রয়েছে দিবারাত্রি লোকের আনাগোনা সেখানে এই ধরনের চুরি এ যেন এক আশ্চর্য ব্যাপার। এছাড়াও বেশিরভাগ দোকান বাড়ির ভিতরে।
সকালে ঘুম থেকে উঠে দোকান মালিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পি আর বাড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে ঘটনা তদন্ত শুরু করে। এক ঔষধ দোকানের মালিক স্বপন চৌধুরী জানায় চোর প্রত্যেকটি দোকানে প্রবেশ করে শুধুমাত্র ক্যাশ বাক্স থেকে যে পরিমাণ টাকা ছিল সেটাই নিয়ে যায় অন্য কোন সামগ্রী ধরেনি। অন্যান্যরাও এ সম্পর্কে একই জানায়। সব মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার টাকা চুরি হলেও সবচাইতে বড় বিষয় হলো এইভাবে যদি চুরি হতে থাকে তাহলে বড়পাথড়ি বাজারের মতো একটি বড় বাজারের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে।
তারা জানায় এটা নেশাখোরদের কাজ। এই ধরনের চুরি হচ্ছে। যেহেতু চোর কোন জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি শুধুমাত্র টাকা নিয়ে গেছে তাতে একটা পরিষ্কার এরা সকলেই নেশাখোর। বড়পাথড়ি এলাকায় একটি বড় অংশের যুবক নেশাগ্রস্ত রয়েছে। প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থাকার কারণে নেশার এই বাড় বাড়ন্ত। এছাড়াও এই বিশাল এলাকায় রাতের বেলায় পুলিশ থাকে না। বড়পাথড়ি বাজার থেকে বিলোনিয়া থানা এবং পি আর বাড়ি থানা দুটিই উভয়দিকে দশ কিলোমিটার দূরে। তাই এলাকার জনগণ এখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ির দাবি জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ সাতটি দোকানের চুরির ঘটনায় চোরদের আটক করতে পারে কিনা।

ধর্মনগরে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবির, সংবর্ধনা ও জেলা কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মে: মানবসেবার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের অবিভক্ত উত্তর জেলা কমিটির সম্মেলন। রবিবার ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল এক মহতি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত দুই সরকারি শিক্ষককে সংবর্ধনা প্রদান এবং নতুন জেলা কমিটি গঠন।
অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ধর্মনগর ৫৬ নং বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি বিজয় পাল, সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ এবং সংগঠনের নেতা রূপক দেবনাথ সহ সাংবাদিক, সমাজকর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাংবাদিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পাশাপাশি ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় এদিনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী রক্তদানের গুরুত্ব ও মানবিক তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, "রক্তদান একটি মহৎ উদ্যোগ। একজন মানুষের দান করা সামান্য রক্ত আরেকজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। সমাজের প্রতিটি সুস্থ মানুষের উচিত নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসা।"
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, "আজকের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়, এটি মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আধুনিক বিজ্ঞান আজও কৃত্রিম রক্ত তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। তাই একজন মানুষের রক্তের অভাব অন্য একজন মানুষের রক্ত দিয়েই পূরণ করতে হয়।"
তাঁরা আরও বলেন, প্রতি কয়েক সেকেন্ড অন্তর বিশ্বে কারও না কারও রক্তের প্রয়োজন হয়। প্রসূতি মা, থ্যালাসেমিয়া রোগী, দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি কিংবা জটিল অস্ত্রোপচারের রোগীদের জন্য রক্তই শেষ ভরসা। একজন রক্তদাতার এক ইউনিট রক্ত তিনজন মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম। পাশাপাশি রক্তদান নিয়ে সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করারও আহ্বান জানান তাঁরা। বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে, নিয়মিত রক্তদান শরীরে আয়রনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং নতুন রক্তকণিকা তৈরিতে শরীরকে উদ্দীপিত করে।
এদিনের অনুষ্ঠানে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে দুই সরকারি শিক্ষক অজন্ত রায় এবং দেবাশীষ দাস-কে সংবর্ধনা জানানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা নিজেদের উপার্জনের অর্থ ব্যয় করে অসহায় ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের খাতা, কলম, বই এবং খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান করে আসছেন। পাশাপাশি সমাজে বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের এই মানবিক উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন বিধায়ক জহর চক্রবর্তী।অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন স্বপন কুমার দাস। সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন আব্দুল হান্নান, সম্পাদক হন রূপক দেবনাথ, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান রাজকুমার দাস এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন উত্তম দেবনাথ। এছাড়াও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনে সাংবাদিক সমাজের স্বার্থরক্ষা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচিকে আরও বৃহত্তর পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

বিজেপির জয়ে বড়জলা মণ্ডলে বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০মে : পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পুদুচেরিতে বিজেপির সাফল্যকে সামনে রেখে রবিবার বড়জলা মণ্ডলের অন্তর্গত আগরতলা পুর নিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে এক বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়।
মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিজেপির পতাকা ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার দুই, তদন্তে পানিসাগর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১০ মে: রাজ্যে নেশা পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই মধ্যে বড়সড় সাফল্য পেল পানিসাগর থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। উদ্ধার হওয়া নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে একটি বড় মাদক পাচার চক্র জড়িত থাকতে পারে। সেই কারণে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তাদের খোঁজে তদন্ত চালানো হচ্ছে।
রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশ আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও সূত্রের খবর।

ডুম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু মৎস্যজীবীর, একদিন পর উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: ডুম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার একদিন পর উদ্ধার হল এক মৎস্যজীবীর মৃতদেহ। মৃতের নাম নারায়ণ শুক্ল দাস (৬৯)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তীথমুখ-কড়াইছড়া এলাকায়।
জানা গেছে, শনিবার সকালে প্রতিদিনের মতো মাছ ধরতে ডুম্বুর জলাশয়ে যান নারায়ণ শুক্ল দাস। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
অবশেষে রবিবার দুপুর প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ ডুম্বুর জলাশয়ের তীথমুখ এলাকায় তার মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় যতনবাড়ি দমকল বাহিনী এবং নতুনবাজার থানার পুলিশ। দমকল কর্মী ও পুলিশ যৌথভাবে মৃতদেহ উদ্ধার করে নতুনবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অনুমান, মাছ ধরার সময় অসাবধানতাবশত জলাশয়ে তলিয়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গভীর রাতে লিচুবাগান ভিআইপি রোডে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, উল্টে গেল প্রাইভেট গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: রাজধানী আগরতলার লিচুবাগান ভিআইপি রোড এলাকায় গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি প্রাইভেট গাড়ি। শনিবার রাতের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তবে দুর্ঘটনার পর গাড়িতে থাকা চালক ও অন্যান্য আরোহীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। জানা গেছে, টিআর-০১-এটি-০৭৩৮ নম্বরের প্রাইভেট গাড়িটি দ্রুত গতিতে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে গাড়িটি রাস্তার উপর উল্টে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পর গাড়ির ভিতরে মদ্যপানের গ্লাসসহ বিভিন্ন সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, মদ্যপ অবস্থাতেই গাড়ি চালানো হচ্ছিল। রবিবার সকালে পথচারীরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং গাড়িটি উদ্ধার করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের শহরে রাতের বেলা বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর বিষয়টি সামনে এসেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শহরে একাধিক থানা থাকা সত্ত্বেও রাতের বেলা পুলিশের টহলদারি পর্যাপ্ত নয়। যার ফলে নেশাগ্রস্ত চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো সাধারণ মানুষের জীবনের জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ঘিরে ক্ষোভ, মন্ত্রী সান্তনা চাকমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১০ মে: মন্দির নির্মাণ ও আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়াকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী তথা বিধায়িকা সান্তনা চাকমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন নবীনছড়া ডেপাছড়া এলাকার বাসিন্দারা। ধর্মীয় স্থান নিয়েও রাজনীতি করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা।
অভিযোগ, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পেঁচারতল এলাকার নবীনছড়া ডেপাছড়ায় এসে মন্দিরের নতুন ভবন নির্মাণ এবং দুই লক্ষ টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৎকালীন জনপ্রতিনিধি সান্ত্বনা চাকমা। কিন্তু দীর্ঘ আট বছর পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর।
স্থানীয়দের বক্তব্য, বর্তমানে মন্দিরটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে মন্দিরে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ভোটের আগে আশ্বাস মিললেও পরে আর কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।
এলাকার বাসিন্দারা জানান, একাধিকবার মন্ত্রীর দপ্তরে যোগাযোগ করা হলেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। ফলে বাধ্য হয়েই সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে ক্ষোভ উগরে দেন তারা। দ্রুত মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু এবং প্রতিশ্রুত অনুদান প্রদানের দাবিও জানান এলাকাবাসী।
স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, "ধর্মীয় স্থান নিয়ে রাজনীতি চাই না। জনপ্রতিনিধি প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করা উচিত। আট বছর অনেক দীর্ঘ সময়।"
তবে এ বিষয়ে মন্ত্রী সান্তনা চাকমার কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য জানার জন্য যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে তা পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন নবীনছড়া ডেপাছড়ার মানুষ।

বিশালগড়ে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ঘিরে রাজনৈতিক তরজা, পুর পরিষদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ মে : ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালনকে কেন্দ্র করে বিশালগড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। অফিসটিলা কালীবাড়ি এলাকায় থাকা একটি মূর্তিকে ঘিরে বিজেপি ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তরজা তীব্র আকার নিয়েছে।
অভিযোগ, এ বছর বিশালগড় পুর পরিষদের পক্ষ থেকে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তীতে মূর্তিটি পরিষ্কার বা মাল্যদানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরে স্থানীয় দুই যুবক নিজ উদ্যোগে মূর্তিটি পরিষ্কার করে মাল্যদান করেন।
এদিকে, বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয় যখন বিজেপির কিছু নেতা ও কর্মী দাবি করেন, সেটি আসলে কার্ল মার্কস -এর আদলে তৈরি একটি মূর্তি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশালগড় বিজেপি মণ্ডল সভাপতি তপন দাস অভিযোগ করেন, সিপিআইএম আমলে অফিসটিলা এলাকার পার্টি অফিস সংলগ্ন স্থানে কার্ল মার্কসের আদলে ওই মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।
তবে বিরোধীদের দাবি, অতীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জেলাস্তরের নেতারাও ওই মূর্তিতে মাল্যদান করেছেন। ফলে এখন সেটিকে কার্ল মার্কসের মূর্তি বলে দাবি করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা বলেই অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে পুর পরিষদ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কালবৈশাখীর দাপটে বিপজ্জনক অবস্থায় বাঁশতলী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ মে : কালবৈশাখী ঝড়ের জেরে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে চেছড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁশতলী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। ঝড়ে একটি বিশাল রাবার গাছ ভেঙে কেন্দ্রের উপর পড়ে থাকায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহায়িকা ও অভিভাবকরা।
জানা গেছে, ঝড়ের পর থেকেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির পঠনপাঠন কার্যত ব্যাহত হচ্ছে। ভাঙা গাছের চাপে কেন্দ্রের ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যেকোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে জেলাশাসক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছেন কেন্দ্রের দিদিমণি অঞ্জলি দেবনাথ এবং সহায়িকা অনিমা দাস। তাদের দাবি, অবিলম্বে গাছটি সরিয়ে কেন্দ্রটির সংস্কারের ব্যবস্থা না করলে ছোট ছোট শিশুদের পঠনপাঠন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
স্থানীয় অভিভাবকরাও উদ্বেগ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন, যাতে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত স্বাভাবিকভাবে পাঠদান শুরু করা যায়।

পশ্চিম থানার সাফল্য, উদ্ধার ৩৫টি হারানো মোবাইল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: পশ্চিম থানার উদ্যোগে উদ্ধার করা হল ৩৫টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন। আজ পশ্চিম থানায় উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।
থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, বিভিন্ন সময়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোবাইল ফোনগুলি হারিয়ে যায়। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রযুক্তির সহায়তায় মোবাইল ফোনগুলির সন্ধান পায় পুলিশ।
তিনি আরও জানান, "বিভিন্ন জায়গা থেকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলির বিষয়ে থানায় অভিযোগ জমা পড়েছিল। তদন্ত চালিয়ে পুলিশ মোট ৩৫টি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পরে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।" হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মোবাইলের মালিকরাও।

কৈলাশহর-ধর্মনগর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ১১ মে : কৈলাশহর-ধর্মনগর জাতীয় সড়কের ভগবাননগর ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় রবিবার বিকেলে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত চারজন। একটি কমান্ডার জিপ ও একটি ট্রিপার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ কমান্ডার জিপ (নম্বর আর জে -১৩ - ইউ এ - ০১০৭) এবং ট্রিপার গাড়ি (নম্বর টিআর ৫ট্ট-০৫-ডি-১৭১৬)-এর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। কমান্ডার জিপের চালক মিঠুন পালের অভিযোগ, তিনি সোজা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই ট্রিপার গাড়িটি কোনও সিগন্যাল না দিয়ে ডানদিকে মোড় নেয়। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জিপটি ট্রিপারের সঙ্গে ধাক্কা মারে।
দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কমান্ডার জিপের চালক মিঠুন পাল, পরিতোষ পাল এবং রাজিব শর্মা। এছাড়াও ট্রিপার গাড়ির চালকও সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে তার পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।
দুর্ঘটনার পর বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরে আহতদের উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।
খবর পেয়ে কৈলাশহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

একসঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পাশ বাবা-মেয়ে এবার একসাথেই কলেজে পড়ার ইচ্ছা

আগরতলা, ১০ মে: একই সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নজির গড়লেন বাবা ও মেয়ে। ঘটনাটি জম্পুইজলা ব্লকের প্রমোদনগর এলাকার। টিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় বাবা দুধু মিয়া এবং মেয়ে রুমা আক্তার একসঙ্গে সফল হওয়ায় এলাকাজুড়ে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে এই ঘটনা।
জানা গেছে, প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেন বাবা-মেয়ে দুজনেই। ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, দুজনেই সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে একসঙ্গে কলেজে পড়াশোনা করার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন তারা।
দুধু মিয়া জানান, তিনি ১৯৯৭ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। পরে ১৯৯৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অকৃতকার্য হন। এরপর শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ দেন। তবে বর্তমানে তিনি ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে একজন। দীর্ঘদিন পর নতুন করে পড়াশোনা শুরু করে এবার নিজের মেয়ের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেন এবং সফলভাবে উত্তীর্ণ হন।
তিনি বলেন, "মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, পরীক্ষাও দিয়েছি। এখন ইচ্ছা রয়েছে মেয়ের সঙ্গে কলেজেও পড়ার।"
বাবা-মেয়ের এই সাফল্যে খুশি পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে এলাকাবাসীও। অনেকেই দুধু মিয়ার এই প্রচেষ্টা ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহকে অনুপ্রেরণাদায়ক বলেই মনে করছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas